সীবনী

সাহিত্য পত্রিকা

হাজী এ.কে. খান কলেজ

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

বার্ষিক সংকলন- ২০২৩

হাজী এ.কে. খান কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য

।। আগষ্ট ২১০১৯ - বর্তমান ।।

১। হাতেমুল ইসলাম - সভাপতি, পরিচালন সমিতি

২। ডঃ গৌতম কুমার ঘোষ - সম্পাদক, পরিচালন সমিতি

৩। জিল্লার রহমান - সদস্য, পরিচালন সমিতি

৪। অরিন্দম উপধ্যায় - সদস্য, পরিচালন সমিতি

৫। খোদাবক্স খান - সদস্য, পরিচালন সমিতি

৬। ডঃ সোমা মুখোপাধ্যায় - সদস্য, পরিচালন সমিতি

৭। সুকান্ত বিশ্বাস - সদস্য, পরিচালন সমিতি

৮। ডঃ কৃষ্ণেন্দু মুন্সি - সদস্য, পরিচালন সমিতি

৯। ডঃ পুলকেশ মন্ডল - সদস্য, পরিচালন সমিতি

১০। ডঃ বিদিশা মুন্সি - সদস্য, পরিচালন সমিতি

১১। হাসানুল ইসলাম - সদস্য, পরিচালন সমিতি

সীবনী

সাহিত্য পত্রিকা

হাজী এ.কে.খান কলেজ

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

বার্ষিক সংকলন- ২০২৩

সীবনী

সাহিত্য পত্রিকা

হাজী এ.কে.খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদক
পুলকেশ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
হাজী এ.কে.খান কলেজ

প্রকাশক
গৌতম কুমার ঘোষ
অধ্যক্ষ
হাজী এ.কে.খান কলেজ

প্রকাশকাল
৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বর্ণবিন্যাস
অরিত্র (৯০৫১৫৬৩৬১১)
ইন্দ্রপ্রস্থ, বহরমপুর

মুদ্রণ
ওম প্রিন্টার্স
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
ফোন : ৯৪৩৪২৫৫২১৫

সূচীপত্র

■ অধ্যক্ষের কলমে পৃ.৩
■ সম্পাদকের কিছু কথা পৃ.৫
■ কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী পৃ.৬
■ শোক বার্তা পৃ.৯
■ কবিতা :
❖ আমি নারী—তাপসি মাহাতো—১০, ❖ ইচ্ছা—সালমা জাহান খাতুন—১০, ❖ জীবন—সুকুমার বিশ্বাস—১০, ❖ পিশাচ—আব্দুর রাজ্জাক—১১, ❖ ভারত, মহান ভূমি—মতিউর রহমান—১২, ❖ শিক্ষার মূল্য—দিলরুবা খাতুন—১২, ❖ অনাদর্শ—মনিজা খাতুন—১৩, ❖ তুমি শিক্ষক—১৪, ❖ বন্ধু—দেবদ্যুতি চক্রবর্ত্তী—১৫, ❖ বন্ধুত্ব—মৃন্ময় প্রামাণিক—১৫, ❖ বৃষ্টি—শিল্পা হালদার—১৬, ❖ আমি পারিনি তোমায় ভালোবাসিতে মা!—আশা আনসারী—১৬, ❖ শান্তি—সাবনাম সালেহা—১৭, ❖ অতীতের স্মৃতি—নাসরিন পারভিন মোল্লা—১৭, ❖ ভালো থাকা—রিমা ঘোষ—১৮, ❖ স্বপ্ন ও নির্মাণ—জেসমিনারা খাতুন—১৮, ❖ তুমি কী মেয়ে—সাথী ঘোষ—১৯, ❖ মনের সাধ—অঞ্জুমান বিশ্বাস—১৯, ❖ অন্তিম লগ্নে—বর্ণালী মণ্ডল—২০, ❖ ডায়রির শেষ পাতা—সোহেল আখতার সাথী খতুন—২০, ❖ বৃষ্টির দিন—ফারহানা পারভিন—২০, ❖ মূল্যবোধ—রোমানা খাতুন—২১, ❖ বৃষ্টি মানে—মুন্নি দাস—২১, ❖ যৌবন—রাহুল সেখ—২২, ❖ স্মৃতি—রাহুল সেখ—২২, ❖ আবেগ—ফারহানা পারভিন—২২, ❖ জন্ম-যুদ্ধ—আল সাহারিয়া ইসলাম—২৩, ❖ একটি বিকেল—ফারহা নাজমিন—২৩, ❖ নতুন রাজার নীতি—তৌফিক হক মণ্ডল—২৪, ❖ আমার দরকার ছিল একটু সময়—মৃণ্ময় প্রামাণিক—২৪, ❖ চাষীর জীবন—ফাওজিয়া খাতুন—২৫, ❖ 'সুহাসিনী'—খালিদ হাসান মণ্ডল—২৫, ❖ চাকরি চোর—নাসরিন সুলতানা—২৬, ❖ তোমার কথা মনে পড়লে—মাসুদ আলম—২৬, ❖ সমাজ—গোপাল ঘোষ—২৭, ❖ মায়ের কদর—সাজিদা খাতুন—২৭, ❖ রাত-দিন—২৮, ❖ আমার স্বাধীনতা—২৮, ❖ 'রাজনীতি'—প্রলয় কুমার সাহা—২৯, ❖ তোমার কথা মনে পড়লে—আশা আনসারী—৩০, ❖ নারী—আশা আনসারী—৩০, ❖ আমার প্রিয় অচেনা—ঝর্ণা খাতুন—৩১, ❖ বৃষ্টির দিন—ঝর্ণা খাতুন—৩১, ❖ উড়ো চিঠি—আলাউদ্দিন বিশ্বাস—৩১ ❖ সূর্য সোহাগ—মোসা: নাজমুন্নাহার—৩২, ❖ ফাঁকা কাগজ—মোসা: নাজমুন্নাহার—৩২, ❖ জাতপাত—মোসা: নাজমুন্নাহার—৩২, ❖ কথা রাখেনি—সাফাইল শেখ—৩৩, ❖ 'তোমাকেই ভালোবাসি'—মনিজা খাতুন—৩৩, ❖ তবুও বাঁচতে হয়—শামিম আক্তার মোল্লা—৩৪, ❖ আমি মধ্যবিত্ত কন্যা—শিল্পা খাতুন—৩৪, ❖ **From the Moon to the Sun**- Sahina Mumtaz- ৩৫
■ অণুগল্প :
❖ আজ সবই অতীত—মনজুর হোসেন—৩৬, ❖ নাট্যজীবন—পূজা দত্ত—৩৭, ❖ আদর্শ শিক্ষক—মতিউর রহমান—৩৮, ❖ পলাশী—সাইমা সুলতানা বিশ্বাস—৩৯, ❖ গল্প হলেও সত্যি—ঝর্ণা খাতুন—৪০, ❖ **"Friendship : A Treasure of Heart"** - Al Sahariar Islam - ৪১
■ ছোট গল্প :
❖ মানব সমাজের প্রকৃতি—মিঠুন সেখ—৪২
■ প্রবন্ধ :
❖ নারীতত্ত্বের আলোকে বাউলদের সাধনসঙ্গিনী—ড. পুলকেশ মণ্ডল—৪৩

অধ্যক্ষের কলমে

"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।"

—জীবনানন্দ দাশ

প্রেম মানুষকে সাময়িক হলেও শান্তি দেয়; প্রকৃতির শুদ্ধতাও। এখানে নারী আর নিসর্গ প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। চিত্রকল্পের অভিনব সন্নিবেশে, উপমার নিত্য নব প্রয়োগে জীবনানন্দ দাশ অদ্বিতীয়। চিত্রকল্পের দৃশ্য-দ্রব্য-ঘ্রাণ স্পর্শযোগ্য-আস্বাদ্য সবকটি রূপই জীবনানন্দের কবিতায় পাঠক আবিষ্কার করতে পারেন। জানি ইতিহাসের পট ভূগোলের ভূমিতে তাঁর কবিতার ভূমিকা রচিত। সারা পৃথিবী ব্যাপী উষ্ণায়ন, কর্মব্যস্ত মানুষের সাময়িক স্বস্তির খোরাক হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থ পত্র-পত্রিকা কিছুটা হলেও ক্লান্তি দূর করে। পৃথিবীর মানুষ আজ বিশ্বাসহীনতায় ভুগছে। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে খবর আসছে রাজনৈতিক অস্থিরতার। অসহিষ্ণু মনোভাব বর্ণ মানুষ সব সময় অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে স্বাভাবিক জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। বিজ্ঞানেক নিত্য-নতুন আবিষ্কার মানুষকে গৃহমুখী করে তুলেছে। বিজ্ঞানের ভালো মন্দ মিশিয়ে আমরা একপ্রকার আছি। তাই অথর্ববেদের একটি পংক্তি বিশেষ করে আমাদের নাড়া দিয়ে যায়—

"এই পৃথিবী তাঁর, এই অসীম আকাশ তাঁর, দুই সমুদ্র তার মধ্যে বিরাজমান।"

মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের সবাইকে স্বাধীন করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, আমাদের অন্তর্নিহিত সমস্ত সৃজনী শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করে তোলবার জন্য। কে কোন্ পথ বেছে নেবে, কোন্ পথে নিজের নিয়তির বিধান পূর্ণ করবে সে বিষয়ে প্রত্যেকে অন্যদের থেকে পৃথক। জীবনের খেলা অনেক কঠিন, সেই খেলায় জিততে হলে কঠিন অধ্যাবসায় এবং নিষ্ঠাবান হতে হবে। যাইহোক আমি আশা করব আমাদের হাজী এ কে খান কলেজ পরিবার জীবনের প্রতিটি লড়াইয়ে জিতবে। জীবনের দিশা ঠিক থাকলে কোন প্রতিবন্ধকতায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বাধা হতে পারেনি বলেই বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. পুলকেশ মণ্ডল এর সম্পাদনায় এ বছরও কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবসে সীবনী প্রকাশিত হলো।

আমরা চাই সীবনি পত্রিকার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা আরো বেশি করে সংস্কৃতি চর্চা করুক, কারণ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা মানব জীবনে শুভ ফল প্রদান করে। বর্তমান বিশ্বে মানবতা বিধ্বস্ত, এর প্রতিবাদ অশির দ্বারা নয় মশির দ্বারাই করতে হবে। আমাদের জীবনে অনেক সময় কঠিন বাধা আছে, নিজেকে ধ্বংস করার জন্য নয় বরং ভিতরে লুকানো শক্তিকে অনুধাবন করতে। যাঁরা মহান ব্যক্তি তাঁরা সব সময় ভয়ানক বাধার সম্মুখীন হয়েছেন সংকীর্ণ চিন্তার মানুষদের কাছ থেকে।

আজকে হাজী এ কে খান কলেজ পত্রিকা **'সীবনী'** ২০২৩ পূর্ণ মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ

করতে চলেছে। কলেজ পুনর্গঠনের বেশ কিছু কাজের যে পরিকলত্মপনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা ইতিমধ্যে শেষ করেছি এবং যেগুলো বাকি আছে আগামীতে সেই কাজকর্মগুলো করব। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে কলেজের সেমিনার হল, লাইব্রেরী, স্মার্ট ক্লাসরুম প্রভৃতি নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে। পত্রিকায় নতুন প্রজন্মের লেখকরা কলেজের অনুকূর পরিবেশে আরো সমৃদ্ধ হবে। কলেজের কারিগরি প্রকল্পকে পরমোৎসাহে সযত্নে বছরের পর বছর ধরে রূপায়িত করার সঙ্গে যারা জড়িত থাকেন সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা শিক্ষাকর্মী এবং প্রশাসনিক স্তরের ব্যক্তিবর্গ সকলের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। এছাড়া বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ড. পুলকেশ মণ্ডলকে, যিনি গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনার কাজটি সম্পন্ন করেছেন। হাজী এ কে খান কলেজ পরিবারে শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম মুখপাত্র এই পত্রিকার বর্তমান সংখাটি সম্পর্কে মূল্যবান প্রতিক্রিয়া গুলি পত্রিকার আগামী সমৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সাগ্রহে প্রতীক্ষায় রইলাম। পত্রিকার সফলতা কামনা করি।

ড. গৌতম কুমার ঘোষ
অধ্যক্ষ
হাজী এ কে খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

তারিখ - ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সম্পাদকের কিছু কথা

অবশেষে কলেজ পত্রিকা 'সীবনী' ২০২৩ প্রকাশনার আলোর মুখ দেখতে চলেছে। সত্য ও সুন্দরের দর্পণ শ্লোগানে হাজী এ. কে. খান কলেজের বার্ষিক পত্রিকা "সীবনী" সঠিক সময়েই আত্মপ্রকাশ হতে চলেছে। শুক্রবার (৮ই সেপ্টেম্বর) দুপুরে কলেজের রেজাউল করিম সেমিনার কক্ষে। হাজী এ কে খান কলেজ কতৃপক্ষ পত্রিকাটি প্রকাশে সহযেগিতা করেছেন। বিশেষ করে কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় গৌতম কুমার ঘোষ মহাশয় সব সময় খোঁজ নিয়েছেন পত্রিকা কতদূর এগলো, লেখা কেমন পড়লো ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝখানে লেখা না পড়ায় আমি ভীষণভাবে নিরাশ হয়েছিলাম অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন আপনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বলুন দেখুন নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, সেই নিরিখেই আমাদের কলেজের কোষাধ্যক্ষ প্রলয় কুমার সাহা মহাশয় ও শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের মিঠুন সেখ মহাশয় এই পত্রিকা প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এছাড়াও কলেজের অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাকর্মীবৃন্দ প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রত্যেকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই পত্রিকাটি যথাসময়ে বের করা সম্ভব হয়েছে।

"হে রাজন্ তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহদুয়ারে।"

মানুষের সিংহ দ্বারে বসে মানবতার বাঁশি বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। ওয়ার্ডস্ওআর্থ প্রকৃতির মধ্যে জগত সত্তাকে দেখেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন মানব সত্তাকে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লেখার মধ্যে সেই প্রকৃতি সত্তা জগত সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কলেজের বিভিন্ন অবদান ও অবস্থানের বিষয়গুলো এই পত্রিকার মাধ্যমে উঠে আসবে। পত্রিকা শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা বলে। গণমাধ্যমে ক্যাম্পাসের সংবাদ প্রকাশিত হলে ক্যাম্পাস আরো উজ্জীবিত হবে। আমি মনে করি আমাদের কলেজের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক ও কর্মকাণ্ড এখানে ফুটে উঠবে। এই পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ক্যাম্পাসের যোগ বন্ধন যুক্ত হবে। তাদের অবদান শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে। আমার বিশ্বাস পত্রিকাটি পাঠক সংগ্রহে রাখতে পারেন, এক মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে। 'সীবনী' কেবল পত্রিকা নয়, আত্মমর্যাদার অভিজ্ঞান। গবেষণার অনন্য নিদর্শন পাওয়া যবে 'সীবনী' পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায়।

তারিখ - ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ড. পুলকেশ মণ্ডল
পত্রিকা সম্পাদক
হাজী এ কে খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

-: কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী :-

অধ্যক্ষ	:	ড. গৌতম কুমার ঘোষ	এম.এ., বি.এড., পি.এইচ.ডি.।
বাংলা ভাষা ও সহিত্য বিভাগ	:	ড. পুলকেশ মণ্ডল	এম.এ., বি.এড., নেট্ (জে.আর.এফ.), পি.এইচ.ডি.
		ড. ননীগোপাল মালো	এম.এ., পি.এইচ.ডি.
		ইনজামাম উল হক	এম.এ., বি.এড.
		আব্দুর রাজ্জার	এম.এ., বি.এড.
ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ	:	সামিম আকতার মোল্লা	এম.এ., এম.ফিল.
		ড. বিদিশা মুন্সী	এম.এ., পি.এইচ.ডি.
		বাহাদুর বিশ্বাস	এম.এ.
দর্শন বিভাগ	:	ড. মুনমুন দত্ত	এম.এ., এম.ফিল., বি.এড., পি.এইচ.ডি.
		ইমানুয়েল হাঁসদা	এম.এ., এম.ফিল., সেট্
		মঃ সেলিম হক	এম.এ., নেট্, সেট্
		আসমিন সেখ	এম.এ., বি.এড.
ইতিহাস বিভাগ	:	ড. পিয়ালী দাঁ	এম.এ., পি.এইচ.ড়ি
		ড. চন্দ্রানী পাল	এম.এ., (এ.আই.এইচ.সি.) ও মিউজিওলজি, পি.এইচ.ডি.
		কিশোর সরকার	এম.এ., বি.এড., নেট্, সেট্
		অনিকেত সরকার	এম.এ., বি.এড.
		বাদশা খাঁন	এম.এ. বি.এড.
শিক্ষাবিজ্ঞান	:	ড. কৃষ্ণেন্দু মুন্সী	এম.এ. (ডুকেশন), ইংরেজি, বি.এড., পি.এইচ.ডি.
		অরুণ কুমার সিংহ	এম.এ. (এডুকেশন), পি.এইচ.ডি. বি.এড., এম.ফিল.
		ফারুক সেখ	এম.এ., বি.এড.
		মো: ইসমাইল হক	এম.এ., বি.এড.
		মিঠুন সেখ	এম.এ., বি.এড.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ:		সাফাইল হোসেন শেখ	এম.এ., বি.এড.
ভূগোল বিভাগ	:	প্রত্যুষ কুমার ঘোষ	এম.এস.সি.
		পরিমল কর্মকার	এম.এস.সি.
		বুবাই ঘোষ	এম.এস.সি.
শরীরশিক্ষা বিভাগ	:	সঞ্জিত কুমার রায়	এম.এ., এম.পি.এড.
পরিবেশবিদ্যা বিভাগ	:	মহামায়া ঘোষ	এম.এ., বি.এড.
সমরবিদ্যা বিভাগ :			
গণিত বিভাগ	:		
সংস্কৃত বিভাগ	:	দেবদ্যুতি চক্রবর্তী	এম.এ., বি.এড.
আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ	:	মো: রেজাউল করিম খান	এম.এ.
		মো: নবাবজানি	এম.এ., বি.এড.
		আব্দুর রহমান	এম.এ., বি.এড.
গ্রন্থাগারিক	:	কিসমত সেখ	অস্থায়ী কর্মী
		মেহবুব মুর্শিদ খান	অস্থায়ী কর্মী
অফিস বিভাগ	:	অতীন ঘোষ	হিসাব রক্ষক
		প্রলয় কুমার সাহা	কোষাধ্যক্ষ
		জামিলা খাতুন	করণিক
		আলাউদ্দিন বিশ্বাস	টাইপিষ্ট
		হাসানুল ইসলাম	পিওন
		সুকুমার বিশ্বাস	পিওন
		আমিনুর জামান	দ্বাররক্ষী
		রঞ্জিত কুমার দাশ	অংশকালীন ঝাড়ুদার

এ পর্যন্ত আমরা আমাদের কলেজের পূর্ণ সময়ের অধ্যক্ষরূপে পেয়েছি-

ক্রমিক নং	নাম	কার্য্যকাল
১.	ড. গৌতম কুমার ঘোষ	০৭.০৭.২০২১

"'সিভিলিজেশন' যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শোক বার্তা

আমরা হাজী এ.কে.খান কলেজ পরিবারের সকল সদস্য আমাদের কলেজের ছাত্র ছোট্টু মন্ডলের অকাল প্রয়াণে গভীর ভাবে মর্মাহত। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। ছোট্টু যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক।

জন্ম : ১১/১১/১৯৯৯ - মৃত্যু : ১২/০৭/২০২৩

আমি নারী

তাপসি মাহাতো
(চতুর্থসেমিস্টার)

কন্যা আমি ছাত্রী আমি
মন দিয়ে বই পড়ি।
আঁকতে ছবি ভবিষ্যতের
পেনসিলটা ধরি।
মেয়ে নাকি নয়কো কাজের
থাকবে অবহেলায়।
হোক না যতই শ্রেষ্ঠ সবার
গান কবিতা খেলায়।
সমাজ যখন চায় না আমায়
বিষাদ আমার ক্ষণ
দেখিয়ে দেবো বড় হয়ে
কন্যা রত্ন ধন।
বড়ো হবো মানুষ হবো
করবো সবার ভালো।
বুঝবে সবাই কন্যা মেরা
সে যে দেশের আলো।

ইচ্ছা

সালমা জাহান খাতুন
এডুকেশন (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

একটি ছিল ছোট্ট মেয়ে
সবার চেয়ে ভালো
নীলচে রাতের বুকে যেন
জ্যোৎস্না ভেজা আলো
তার খুব ইচ্ছা করে
ফুল হয়ে ফুটতে
কোকিলের মতো বসে
গাছের ডালে ডাকতে
তার খুব ইচ্ছে করে
পাখি হয়ে উড়তে
কূল কূল শব্দে
নদীর মতো বইতে।
তার খুব ইচ্ছা করে
সারাদিন খেলতে
সকলের মঙ্গল ও সবার কথা ভাবতে।

জীবন

সুকুমার বিশ্বাস
শিক্ষাকর্মী

জীবন মানে আবীর চোখে
রঙীন স্বপ্ন উড়ান,
জীবন মানে কষ্ট কষ্ট সুখ
আর চাপা অভিমান।।
জীবন মানে ঠিক-ভুল
কাটাকুটির খেলা,
জীবন মানে প্রতিশ্রুতি
ভাঙা-গড়ার মেলা।।

জীবন মানে বৃষ্টি মেখে
বিষণ্ণ আঘ্রাণ,
জীবন মানে স্মৃতির খামে
অসুখী পিছুটান।।
জীবন মানে অনাসৃষ্টি
অসংখ্য ছায়ামুখ,
জীবন মানে মনের অতলে
লুকিয়ে থাকা সুখ।।

পিশাচ

আব্দুর রাজ্জাক
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

কতবার অগোছালো ভাবে তোমার নামে দিব্যি কেটেছি
চোখের দিকে চোখ রাখিনি একবারও,
সেদিন পড়ন্ত সূর্যের নিষ্প্রভ আলোতে
তোমার রোদ ছোঁয়া চিবুকের অকৃত্রিম সৌন্দর্য
আমাকে মিথ্যুক বানিয়েছিল।
বলেছিলাম, "তোমার নামে দলিল করেছি সমস্ত গোলাপ।"
আমার বলা প্রথম মিথ্যে.....

তোমার সংকোচ আর ধর্মীয় পবিত্রতা যেদিন আমাদের ভেতরে পাহাড় প্রতিম দুর্গ তৈরি করল-
সেদিন দ্বিতীয়বারের মিথ্যা ছিল - "চিন্তা কী! আমি তো আর মিথ্যে নই।"
গোলাপের মালিক সমস্ত পাপড়ির ঘ্রাণ নিলো।
নিজের প্রতি তোমার লজ্জা, ঘৃণা অপবিত্রতা, সংরাগ নিয়ে দুয়েকটা মহাকাব্য লিখে ফেলা যায়। সে থাক...

ফোন করে কাঁপা কণ্ঠে বললে পৃথিবীতে ফসল ভূমিষ্ট হবে।
আমার তৃতীয় মিথ্যা ছিল- "চাপ নিও না, আমি তো আছি।"
তোমাকে জানাইনি, চেকআপের নাম করে আসলে আমি দায়িত্ব ধুয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম।
সেদিন তুমি প্রথমবার এবং শেষবারের মত অবিশ্বাস করেছিলে।
শান্ত নীরব নদীর মত বয়ে গেলে, নবপ্রাণ যেভাবে নষ্ট হয়।

অগণিত সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে আছি,
তুমি কোনখানে শায়িত বুঝতে পারছি না।
পূর্ণিমার চাঁদ আজলা ভরে আলো দিচ্ছে,
তুমি পেটে নবপ্রাণ নিয়ে যতটা সুন্দর ছিলে, তেমনটা।

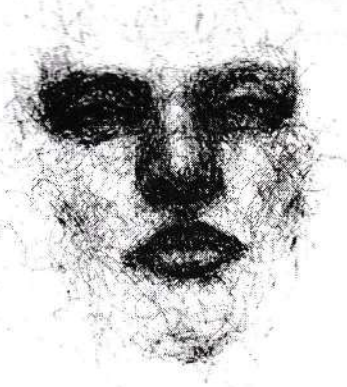

অসংখ্য শেয়াল আমাকে ঘিরে ধরে আছে,
নিজের ভেতরে মৃত পশুর দুর্গন্ধ আমিও অনুভব করছি।
চারিদিকে পৈশাচিক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি-
"মিথ্যুক, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী!"

মনে হচ্ছে জীবিত আছি, অথচ শরীরে মৃত দুর্গন্ধ,
জান্তব উল্লাস রক্তস্রোতে হাততালি দিচ্ছে ক্রমাগত।
আমি মানুষ নই, মানুষের ছাল গায়ে পিশাচ।

ভারত, মহান ভূমি

মতিউর রহমান
ইতিহাস (চতুর্থ সেমিস্টার)

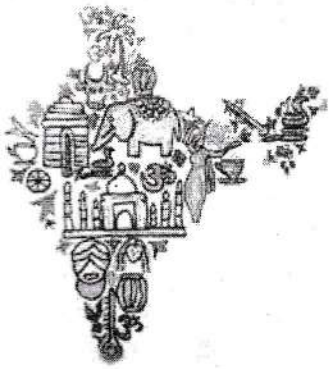

ভারত, মহান ভূমি, তোমার সীমানা অসীম,
অজস্র নদীর প্রবাহ, শিখরের উচ্চতা নিয়েছে তোমার প্রশান্ত চুম্বক।
তোমার চারিদিকে বৃষ্টির বন্ধন,
সৌন্দর্যের প্রশান্ত ধারা, অদৃশ্য রঙিন সভ্যতা।

তোমার পাথরে পুরনো ঐতিহ্যের মুক্তি,
তোমার মহিমায় মুক্ত পথিকের অভিমান জাগায়।
মাতৃভূমির অঞ্চলে বাজায় স্বাধীনতার আবেগ,
তোমার প্রকৃতি প্রশান্তি, মানবতার মুক্তির সীমা।

তোমার বিশাল সংস্কৃতির সঙ্গে নাচে নবজাগরণ,
তোমার বিচিত্র সৌন্দর্য কেড়েছে সবার মন, কোথাও পাহাড়, কোথাও সমুদ্র, কোথাও বা মরুভূমি।
তোমার বিচিত্র সাংস্কৃতিক রঙিনে মানুষ আজ উঠুক প্রগাথ,
তোমার বুকে রয়েছে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান নানা জাতির বাস, করো না তুমি কভু তাদের নিরাশ।

ভারত আমার মাতৃভূমি,
হৃদয়ে নিয়ে আমি গর্বিত।
স্বাধীন ভারতের মুক্তিযুদ্ধে,
অমর ভাবগুলোতে সৃষ্টিতে।

ভারত, তুমি বিশ্বমণি, অমর আত্মা,
স্বাধীন মানবতার প্রমুখ আতিথ্য।
তোমার শান্তি, তোমার সংস্কৃতি, তোমার প্রকৃতি,
সবার জন্য এবং সম্মানে ভরা আমার কবিতা।

শিক্ষার মূল্য

দিলরুবা খাতুন
বাংলা অনার্স (চতুর্থ সেমিস্টার)

মশা বলেন ব্যাঙ ভাই ব্যাঙ ভাই
আমার একটা চাকরি চাই।
চাকরি যদি না পাই
দেব গলায় দড়ি ভাই।
ব্যাঙ বলে তা হবে না তা হবে না
পড়াশোনা শেখনি তবু বলছ চাকরি চাই।
পড়াশোনা না জানলে
এ যুগেতে কিছু হয়?
পড়াশোনা করে যে
বড়ো আদর পায় সে।

'অনাদর্শ'

মনিজা খাতুন
(দ্বিতীয় সেমিস্টার)

মা গো তুমি প্রথম যেদিন
আমায় কোলে নিয়ে কপালে
ভালোবাসার চুম্বন একেছিলে,
মা হারা হয়ে আমায় মা বলে
ডেকেছিলে।
সব সময় আমার ভালোটা
খুঁজেছিলে...
আমার জন্য কত রাত তুমি নিদ্রাহীন ভবে কাটিয়ে দিয়েছো
নির্দ্বিধায়...

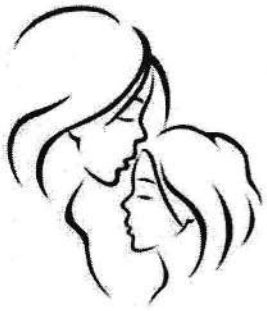

তোমার স্বপ্নগুলো কোনো
রাজকন্যার স্বপ্ন ছিল না
মা সে আমি জানি!

আমায় দশ মাসে দশ দিন পেটে
রেখেছিলে নির্দ্বিধায় বাড়ির সব
কাজ করেও, তোমায় শুনতে হয়েছে
কী করেছো তুমি?
তোমার মেয়ে আমি মাতৃত্বের স্বাদ
না পেয়েও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক 'মা'
বলে ডেকেছিল...

বড়ো হয়ে তোমার নির্ভেজাল ভালোবাসার
মূল্য আমি দিতে পারিনি গো সর্বজয়া!
তুমি যে সর্বজয়া মা,
তোমার মেয়ে বীরঙ্গনা হতে
পারেনি সর্বজয়া...

যে ভালোবাসার টানে ছেড়েছিলাম ঘর
হারিয়েছিলাম তোমায়, সেই ভালোবাসায়
তো করেছে আমায়, আদর্শহীন মেয়ে
আমি পারিনি সর্বজয়া, আমি পারিনি
তোমার বীরাঙ্গনা হয়ে উঠতে পারিনি।

তুমি শিক্ষক

তুমি শিক্ষক
তুমি পারো উত্তাল সমুদ্র থেকে
সদ্য ছুটে আসা ঢেউকে শান্ত করতে।

তুমি শিক্ষক
তুমি পারো ঝিনুকের ক্ষুদ্র গহ্বর থেকে
মুক্ত খুজে বার করতে

তুমি শিক্ষক
তুমি পারো
হাওয়ার বেগের মত চঞ্চল মনকে
শান্ত শীতলি ভরিয়ে দিতে।

তুমি শিক্ষক...
তুমি পারো
পাথরের মত শক্ত হৃদয়ে
ফুলের সুবাস ভরিয়ে দিতে।

তুমি শিক্ষক
তুমি পারো।
একজন আদর্শ বন্ধু হয়ে পাশে থাকতে।

তুমি শিক্ষক
তুমি পারো।
পথের দিশা খুজে না পাওয়া শিক্ষার্থীদের
পথ দেখাতে।

তুমি শিক্ষক
তুমি পারো।
টার্নেডোর মত উত্তাল ঝড়কেও
শান্ত পরাণ বুলিয়ে দিতে।

তুমি শিক্ষক
তুমি পারো।
নিভে যাওয়া প্রদীপের মাঝেও
উজ্জ্বলতা আনতে।

তুমি শিক্ষক
তুমি পারো
একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে মনুষ্যত্বের
জাগরণ ঘটাতে।

তুমি শিক্ষক।
তুমি পারো
একজনের মাঝে
বিশ্বজয়ের ভাষা এনে দিতে

তুমি শিক্ষক
তুমি অনন্য
তুমি জ্ঞানে ভরপুর
তুমি পথ প্রদর্শক
ও আমার শিক্ষিক
তুমি আমাদের এক
অবিস্ময়কর পাওয়া

আমাদের মায়ায় থাকুক
আজীবন তোমাদের ছায়া।

বন্ধু

দেবদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সংস্কৃত বিভাগ

রামচন্দ্র বধিছে বালী বধিছে দুর্বাসা কন্দলী
মহান শাস্ত্র কয়।
জমদগ্ন্য বধিছে মাতা বধিছে গরুড় মণ্ডলী
এটিও শুনিতে হয়।।
সহস্র যুগ ব্যাপীয়া বধের কার্যের মাতিয়া
উঠিছে হলাহল।
স্বজন মারিয়া হাতে মিত্র ভেদিয়া তাতে
শোনায় কলরল।।
কত নাা বধিছে কত না বধিবে
পবিত্র ধরাধামে।
কত না শুনিবে কত না হেরিবে
রাখিবে কত গো মনে?
বন্ধু বলিবে যারে স্নেহে বাঁধিবে তারে
স্বার্থে, বধে কি প্রকৃত বন্ধু হয়?
অহং ভুলিয়া তাই বন্ধু করিও ভাই,
নিজে জ্বলিয়া ধূপ গন্ধকে বিলায়।।

বন্ধুত্ব মানে

মৃন্ময় প্রামাণিক
বাংলা (ষষ্ঠসেমিস্টার)

বন্ধুত্ব মানে কাছে থাকা নয়
বন্ধুত্ব মানে পাশে চলা।
বন্ধুত্ব মানে মনভোলানো প্রশংসা নয়
বন্ধুত্ব মানে মুখের উপর সত্য বলা।

বন্ধুত্ব মানে সত্যি বলে সাহস জোগানোর নাম
বন্ধুত্ব মানে বেকারত্বের সময়েও দেওয়া দাম।
বন্ধুত্ব মানে ভুল দেখে সরে যাওয়া নয়
বন্ধুত্ব মানে বকা দিয়ে হলেও শুধরে নিতে হয়।

বন্ধুত্ব মানে সময়ের সাথে পাল্টে যাওয়া নয়
বন্ধুত্ব মানে সময়কে পাল্টা জবাব দেওয়া।
বন্ধুত্ব মানে অসময়ে পাশে থাকার নাম
বন্ধুত্ব মানে অন্ধবিশ্বাসের সনদপত্র পাওয়া।

বন্ধুত্ব মানে কিছু কথা কিছু গান
বন্ধুত্ব মানে উড়াল দিক না বলা মান-অভিমান।
বন্ধুত্ব মানে খুঁনসুটিতে ব্যস্ত চায়ের আড্ডায় ঝড়
বন্ধুত্ব মানে অবস্থান পরিবর্তনেও হারিয়ে না যাওয়ার নাম।

বন্ধুত্ব মানে ছেড়ে যাওয়া নয়
বন্ধুত্ব মানে আগলে রাখতে হয়।
বন্ধুত্ব মানে ভুল বোঝাবুঝির নয়
বন্ধুত্ব মানে হৃদয়ের গহীনে জায়গা করতে হয়।

বৃষ্টি

শিল্পা হালদার
বাংলা বিভাগ (চতুর্থ সেমিস্টার)

বৃষ্টি কত অপূর্ব!
কত প্রকারভেদ!
মাঝারি, ভারী, হাল্কা,
বৃষ্টির মুহূর্তেও কত সৌন্দর্য!
ঝড়ের সঙ্গে ভারী বৃষ্টি
যেন ধোঁয়াশা, যেন কুয়াশা।
তা চারিপাশ ধুয়ে করে দেয় পরিষ্কার।

বৃষ্টি শেষে কেউ কেউ
বেড়িয়ে পড়ে প্রকৃতির উদ্দেশ্যে।
নিস্তেজ ঠাণ্ডা আলো
করে মন উতলা।
ইচ্ছে হয় দেখতে থাকি স্নিগ্ধ আলোর ছটা।

বৃষ্টি কত বেদনা!
এই বৃষ্টিতে হয় বন্যা
এই বৃষ্টি ভাসিয়ে দেয় খাল, বিল, পুকুর,
ভাসে চাষ করা মাছ,
যা মৎসচাষীর উপার্জনের আশা,
ভরসা।

বৃষ্টি কত অপূর্ব!
গরমে দেয় স্বস্তির স্বাদ।
বৃষ্টি উন্মত্ত,
বৃষ্টি শান্ত।
বৃষ্টিতে গাছপালা করে আনন্দ,
তারা বেড়ে ওঠে।
হেসে বলে দেখো,
কত সুন্দর আমি
চকচকে, ঝলমলে,
কত অপূর্ব।

আমি পারিনি তোমায় ভালোবাসিতে মা!

আশা আনসারী

মা গো, আমি পারিনি তোমায়
ভালোবাসতে!

আমি পারিনি তোর খেয়াল রাখিতে
আমি পারিনি তোমার শ্রদ্ধা করিতে।

আমি শুধু পথ চেয়ে বসেছিলাম
তুমি মরিবে কবে
তোমায় দাফন দিয়ে পাইবো কবে
সম্পত্তির ভাগ।

তাই তো দুই ভাই মিলে যুক্তি করে উঠিলাম
তোমায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারাই যায়!

শীতের সেই কুয়াশা রত তোমায়
খাইতে দিলাম বিষের ভাত।

লোপের সাথে মুড়িয়ে দিলাম
তোমার এক ঘরের কোণায়

আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলাম
তোমার সেই লাশ
তাই তো কাঁদো কাঁদো মুখটা নিয়ে
বলে উঠলাম...

মা গো, আমি পারিনি তোমায়
ভালোবাসিতে!

শান্তি

সাবনাম সালেহা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

আমি তাদেরকে ব্লক করলে দুঃখিত, কারণ এটা আমার ভালো থাকার আদেশ।

মনে করো আমি যা করছি, এটা আমার ইচ্ছার আদেশ।

আমার কাছে তোমরা যেমন, এটা বলতে পারো আমার দৃষ্টিভঙ্গির আদেশ।

তোমাদের মন্তব্যে আমি যেমনই হই, তাতে গুরুত্ব দিই বা না দিই সেটা আমার নিজেকে ভালো রাখার আদেশ।

শান্তি কিসে পাবো বলতে?
আমি যে কাজ চাই করতে সেটা পেলে।

রুচি দুর্বিক্ষের মাঝে সবার কর্ম নিয়ে করবে PNPC এটা স্বাভাবিক তা দেখলে কি আর চলে।

যারা করছো জিজ্ঞেস বারে বারে তবুও মুখ আমার বন্ধ,
ভেবো না উত্তরে আমি অন্ধ।

সত্যি বলতে আমি চাই না তোমাদের সঙ্গ।

অতীতের স্মৃতি

নাসরিন পারভিন মোল্লা

মনে পড়ে অতীতের
ফেলে আসা কথা,
মনে পড়ে অতীতের
ফেলে আসা ব্যাথা।

ইচ্ছে করে ফিরে যেতে
অতীতে আবার,
যেদিন গুলি চাইলেও
আসবে না আর।

হেসেছি খেলেছি
ঘুরেছি কত,
আনন্দের সাথে সাথে
দুঃখ ছিল শত।

তাইতো দেখতে দেখতে
দিন গেলো চলে।
অতীতের স্মৃতি গুলি
দিল ডানা মেলে।

ভালো থাকা
রিমা ঘোষ

আছি ভালোই মন্দ নয়,
থাকলে খারাপ বলতে নাই;
চোখে জল হাসতে হয়,
থাকতে ভালো জানতে হয়।
মন কেমন গান বাজায়
থাকলে একা ছন্দ সাজাই,
নতুন কেউ ভীষণ একাই
কাউকে মোর চাই না ভাই।।
মিশে গেলে ভাব জমায়
আড্ডায়, গল্প, মজায় তাদের হাসাই।
দুঃখ কিসের থাকে না কারণ
এত অভিমান বলা বারণ,
পুরোনো স্মৃতি চাই না খোঁজ
বন্ধু বান্ধব সবই নিখোঁজ।।
আগের মত আর না চাই
বেশ তো আছি আর কি চাহ?
রেখো নাকোনো রকম ঋণ
বাস্তব সে তো বড়ই কঠিন!
যাচ্ছে ভালোই কাটছে দিন
ভালো থাকলেই জীবন রঙিন।
ভালো থাকাটা যদি হারিয়ে যায়
তবুও আমাদের ভালো থাকতে হয়।

স্বপ্ন ও নির্মাণ
জেসমিনারা খাতুন
এডুকেশন (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

আমরা ধ্বংসের স্বপ্ন দেখি না।
কৃষি শিল্পের বিভাজনের স্বপ্ন দেখি না,
রাজ্য-ভাগের চক্রান্তে আহ্লাদিত হই না,
মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের দুঃস্বপ্ন দেখি না,
আমরা ধ্বংসের ছবি আঁকি না।
রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বাংলা
শ্যামলা-সুজলা-সুফলা কোমল হৃদয়
হিংসার ছবি আঁকি না।
গান গায়, কবিতা লেখে, পথ চলে
রামমোহন-বিদ্যাসাগর স্বপ্ন ছুয়ে
এগিয়ে চলি নতুন পথের খোঁজে
সৃষ্টির গান গাই-
আমরা স্বপ্ন দেখি
নতুন সূর্যের, নতুন নির্মাণের।

তুমি কী মেয়ে

সাথী ঘোষ
এডুকেশন (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

মেয়ে মানেই, বিয়ের সাজে হালকা কিছু বোঝা
মেয়ে মানেই, আঠারোতে অন্য বাড়ির খোঁজা
মেয়ে মানেই, রান্না ঘরে সংসারের এক খেলা
মেয়ে মানেই, বন্ধ মুখে জীবনটাকে ঠেলা
মেয়ে মানেই, নামের শেষে অন্য পরিচয়
মেয়ে মানেই, জীবন জুড়ে নিজস্বতার ক্ষয়
মেয়ে মানেই, নিয়ম ঘেরা সমাজ জালে বাঁধা
মেয়ে মানেই, প্রতিবাদে একলা ঘরে কাঁদা
মেয়ে মানেই, কন্যা দায়ের সঙ্গে জন্ম নেওয়া
মেয়ে মানেই, আপন হয়েও পরের করে দেওয়া
মেয়ে মানেই, এসব কথা চলত খানিক আগে
আর যখন মেয়ে শুনলে পারে অন্য কথা জাগে
মেয়ে মানেই, স্বাধীন ভাবে জীবন থেকে শেখা
আর মেয়ে মানেই, নিজের ভাগ্য নিজের হাতে লেখা
তবে মেয়ে মানে আজও তারা একলা কোনো রাতে
একটু খানি সাহস জোগায় পেপার স্প্রে-এর সাথে
মেয়ে মানেই, আজও নাকি শহর মাঠের ধারে
নগ্ন ক্ষতয় ভাসছে দেহ বুকে কিংবা ঘাড়ে
মেয়ে মানেই, আজও শুধু বেঁচে থাকার লড়াই
হেরে গেলেই ছিন্ন দেহ রাস্তা ঘাটে গড়ায়।।

মনের সাধ

অঞ্জুমান বিশ্বাস
এডুকেশন (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

হতাম যদি শালিক ছানা,
ছড়িয়ে দিতাম ছোট্ট ডানা।
রঙ্গিন ডানায় ভর করে
উড়ে যেতাম ঐদূরে।
বাবা মা কেউ বকবে না,
ধরতে আমায় পারবে না।
কিন্তু আমার নেইকো ডানা
মনের দুঃখ একটানা।।
... বসে আমি একা
মেঘের সাথে কবে হবে দেখা
ইচ্ছে করে রূপকথার দেশ
বাস করি সবাই মেলেমিশে।
ঐ হল মোর মনের ভাষা
পূরণ হয়নি ছোট্ট আশা।।

অন্তিম লগ্নে

বর্ণালী মণ্ডল
এডুকেশন (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

মহা সমুদ্রের উন্মাদ উৎশৃঙ্খল জলরাশি,
আছড়ে পড়ে নব যৌবনের তীরে,
ফেনা আর বুদবুদ তাড়া করে ফিরে ফিরে
বিজ্ঞ সামুদ্রিক প্রাণ বিলাইতেছে অর্থহীন হাসি।।
দৃশ্য মুখরিত হয় আকাশ বাতাস
ভেঙ্গে পড়ে নব প্রাণ
আশাহত প্রাণ হয় খান খান।।
অল্পনা কল্পনা ফেলে রুদ্ধ শ্বাস।।
শস্য শ্যামলা ভূমি আজ হয়ে যায় থর,
কতিপয় ভালে হয়
সর্বগ্রাসী নিজে কয়।
বিনয়িনী চলে যায় করে দিয়ে পর।।
অবশেষে ঠাঁই হয় জুয়োর আড্ডার বাইপাশ,
ভাল্লুক জ্বরে করে জীবন্ত লাশ।

ডায়রির শেষ পাতা

সোহেল আখতার সাথী খাতুন
রাষ্ট্র বিজ্ঞান (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

আজও ডায়রির পাতাতে কবিতা গুলো
ঠিক আগের মত আছে।
শব্দগুলো একটু এলোমেলো।
আকাশে আছে চাঁদ, তারা
আমি দাঁড়িয়ে আছি ঘরে।
কোন এক জানালায়, শুধু নেই আলো!
দুঃখের বার্তা নেই বাতাসে
মনের আকাশে নেই কোন মেঘ।
আর আমার হাতে নেই কোন
কবিতার খাতা!!
জানো কি?
তবুও তুমি বিরহ কবি
আর আমি—
ডায়রির শেষ পাতা!!

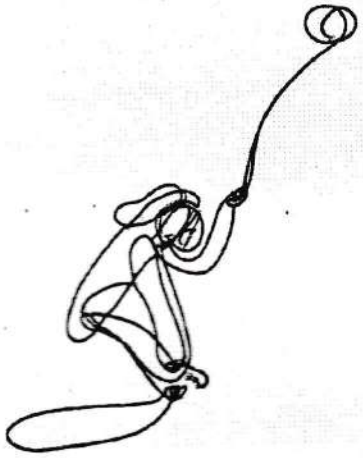

বৃষ্টির দিন

ফারহানা পারভিন
(দ্বিতীয় সেমিস্টার)

ঝমঝমিয়ে হঠাৎ করে লাগলো যে বৃষ্টি,
বৃষ্টিভেজা এমন দিনই লাগে যে ভারী
মিষ্টি, এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকেনা
তো মন কাছে, ইচ্ছে করে ছুটে যায় খোলা
আকাশের নীচে সবুজ ঘাস আর সৌন্দর্যময় প্রকৃতিক
দৃশ্যে টিপ টিপ বৃষ্টিতে ভিজতে,
ঝড়ের বেগে গাছেরা করেছে মাথা নত পা তো
চুঁইয়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা ইচ্ছে করে একটু
খানি ছুঁয়ে দেখি।

মূল্যবোধ

রোমানা খাতুন
রাষ্ট্র বিজ্ঞান (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

এক হবার সময় এসেছে।
তাই বলি ভাই আসো সবাই।
হাতে হাত রেখে, জাতি ধর্ম দূরে রেখে
অস্ত্র শিখার মশাল জ্বেলে, যেতে চাই সবাই।

যদি না আসো সবে।
কিসের ভালোবাসা, কেনো বা সমাজ, কেনো বা লেখা লেখি,
কিসের বা মূল্যবোধ
তাই বলি ভাই আসো সবাই।
যে শিশুটি নিখোঁজ, তার মৃত দেহ দেখে, চোখের জল
মুছে, হাতে হাত রেখে রুখব প্রলয় রুখব প্রলয়কে!
তাই বলি এক হবার সময় এসেছে
আসো সবাই, অগ্নি শিখার আগুন জ্বেলে ভাঙবো
প্রলয়কে!
আর নয় সুকুমারের খুড়োর কল।

বৃষ্টি মানে

মুন্নি দাস
এডুকেশন (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

বৃষ্টি মানে টাপুর টুপুর
বৃষ্টি মানে জল
বৃষ্টি মানে কোন যেন এক
ভিজে শালিকের দল।
বৃষ্টি মানে মেঘ গুড় গুড়,
বৃষ্টি মানে কালো।
বৃষ্টি মানে ভিজে পাতা,
বৃষ্টি আবার আলো।
বৃষ্টি মানে হিমেল বাতাস,
আর ঝালমুড়ি।
বৃষ্টি মানে আরও আছে,
মায়ের খিচুড়ি।।
বৃষ্টি মানে আরো আছে
বলি এবার তুমি,
বৃষ্টি মানে এবার বলি
বৃষ্টি তুমি আমি।

যৌবন

রাহুল সেখ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (২য় সেমিস্টার)

বসন্ত চলিয়া যাইবে
ফুল ফুটিবে আবার।
যৌবন চলিয়া যাইবে
কভু ফিরবে না আর।
যৌবন বসন্ত সুখময় বটে
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
বসন্তের পুনরায় হয় আগমন
ফিরে না ফিরে না ফিরে না আর যৌবন।

স্মৃতি

রাহুল সেখ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (২য় সেমিস্টার)

ফুল ফুটে ঝরে যায়
দুনিয়ার নীতি।
তুমি কিন্তু বন্ধু বটে
রেখো মোর স্মৃতি।
ফুল কেন ফুটেছিল
যদি যাবে ঝরে।
হে খোদা প্রাণ কেন দিয়েছিলে
যদি নেবে কেড়ে।
ফুল ফুটে ঝরে গেলে
রেখে যায় বোঁটাটি।
মানুষ মরিয়া গেলে
রেখে যায় স্মৃতিটি।

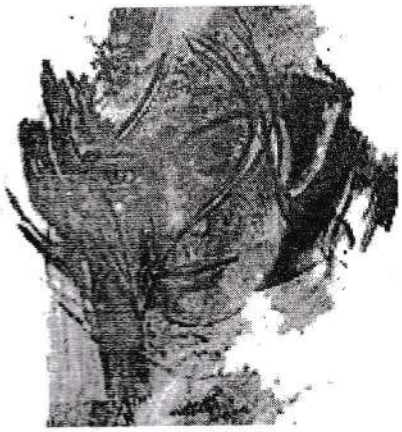

আবেগ

ফারহানা পারভিন
(দ্বিতীয় সেমিস্টার)

কতই না ছিল এ জীবনে স্বপ্ন
কিন্তু সেই স্বপ্ন ছিল বাস্তবে অপূর্ণ।
জানি না কতটুকু এগিয়ে যেতে পারবো
তবে চেষ্টা তো নিশ্চয় করবো।
দুঃখ ভরা জীবনে ছিল কত আশা
কিন্তু সেই আশা আজও নিরাশা।
নিজের জীবনকে গড়ব ভাবি নিজের মত করে
কিন্তু হয় না তা বাস্তবে পূর্ণ।
টুকরো কিছু স্বপ্ন আছে বাকি
হারাচ্ছে রোজ একটু একটু করে,
আবারও মনে দিচ্ছে নতুন স্বপ্ন উঁকি
যাচ্ছে হৃদয় স্বেচ্ছায় অবসরে।

জন্ম-যুদ্ধ

আল সাহারিয়া ইসলাম
ইংরেজি বিভাগ (৪র্থ সেমিস্টার)

জন্মেছিল জীবন গড়ার আশায়।
চিৎকার ধ্বনি খুলেছিল ঠোঁটের ভাঁজ;
ছিল হুংকার যদিও সেই ভাষায়,
হাসি মুখে সব দিয়েছিলো তার সাজ।

সোনার চামচ কল্পনাতেই ছিল।
খাবার বলতে আঁশটে মাটির রস;
কখনও আবার কোলেও মেলেনি ঠাঁই
পাষাণ হৃদয় করেছিল তাকে বশ।

শত্রু হয়ে উঠে দাঁড়ানোর পর
খেয়ার স্রোতে ভাসলো অতীত ভুলে;
চোখে মুখে নিয়ে বরফের উত্তাপ
আসন পেল বহুব্রীহির অকূলে।

পরধনের চাদরে বিমূঢ় হয়ে
বসল চড়ে অন্যায়ের শিখরে;
মানবিক ক্ষয়ে নিজের শখে
লবণ আর জল মিশিয়েছে এক বিকারে।

জীবন যুদ্ধের সন্ধ্যার লড়াইতে
দুর্ভাগ্যের বুদবুদ ভেসে ওঠে,
শেষে প্রশ্বাস ঝড় তুলে মৃত্যুর মেঘে
ক্ষিপ্র আত্মা লাল ঘুড়ি হয়ে ছুটে!

একটি বিকেল

ফারাহা নাজমিন,
খুশিয়া খাতুন, সৌমিতা পাহাড়িয়া
দর্শন (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

এমন একটি বিকেলে,
যাব আমি আকাশ ছোয় দূর পাহাড়ে।
ঠিক সন্ধ্যা নামার আগে
যখন পাখিরা ঘরে ফিরবে মায়ার টানে,
দিনের আলো খেলবে লুকোচুরি।
যখন সূয্যিমামা ঘুম ঘুম চোখে,
যখন পুব আকাশে আবীর ছটা
বিকেল দেখে অবাক হবে।
হাতছানি দেবে সমুদ্রের ঢেউ
থাকবে না আর অন্য কেউ।
জলপরিদের সঙ্গি হবো
সমুদ্রের ঢেউ গুণবো বসে বসে,
এমন একটি বিকেলে,
শুধু একটি বিকেল চাই।

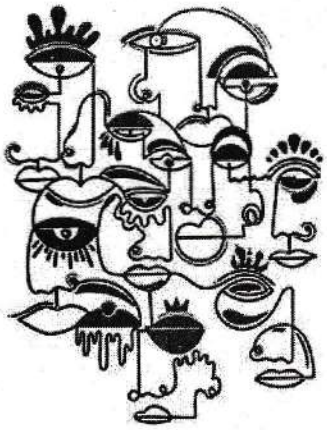

নতুন রাজার নীতি

তৌফিক হক মণ্ডল
দর্শন (চতুর্থসেমিস্টার)

কাউকে সম্মান বেশি দিলে
ব্যবহার করে বসে,
এমন কিছু লোক আছে ভাই
আমাদের আশেপাশে।

মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তারা
জ্ঞানে অজ্ঞান করে,
আমি তো ভাই ভেবেই পাইনা
এমন কি করে পারে।

একটু খানি সাহায্য করে
বেশি ফায়দা লুটে,
থেতিয়ে সত্ব আদায় করে
পিসে পায়ের বুটে।

জীবনখানি ছারখার হয়
তাদের ছোঁয়া পেলে,
মানুষকে তারা মাছ ভেবে খায়
তিমির মত গিলে।

হায়রে সুশীল সমাজ আমার
মানসিকতাহীন,
কেউ খাচ্ছে মানুষ মেরে
কারো মরার দিন।

এই হচ্ছে সমাজের বুকে
করুণ পরিস্থিতি,
কারো পায়ের তলায় কেউ
নতুন রাজার নীতি।

আমার দরকার ছিল একটু সময়

মৃণ্ময় প্রামাণিক
বাংলা (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

আমার দরকার ছিল শুধুমাত্র একটু সময়...
মুখ ফুটে কথা বলতে পারার সময়
বলতে গিয়ে বলতে পারিনি তোমার ব্যস্ততার
কারণে....,
আমি হাজার চেষ্টা করে গেছি মনের
ভাব প্রকাশ করায়।
তুমি বুঝতে পেরে বুঝেও বুঝিনি তোমার
ব্যস্ততার কাজে...
আমার দরকার একটু সময় দাও নাগো,
ব্যস্ততার জীবনে একটু সময় হলে
আজ আমি বড় একা এই প্রকৃতির কোলে
চেয়ে আছি বড় মুখ করে তোমার সুন্দর
আঁখির দিকে,
আজ আমি বড় একা দাও না গো ব্যস্ততার
সময় কালে।

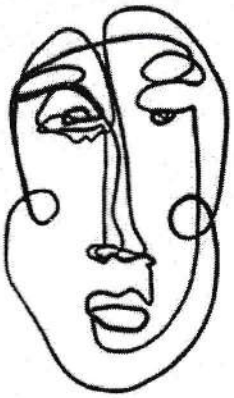

চাষীর জীবন

ফাওজিয়া খাতুন
(চতুর্থ সেমিস্টার)

সে কি পায় সঠিক মূল্য?
যে তোলে মুখে অন্ন,
সে চাষী হয়েছে যে আজ
সমাজ চোখে অতি নগণ্য।

তার গায়ে ছেঁড়া জামা
তাকে দেওয়া যায় না ক্ষমা,
ঘাড়ে তার ঝুলছে কোদাল
আর যে তার যাবে না থামা।

ধনীদের আজ বড় হাত
দুপুরে হয় যে প্রভাত,
চাষী কি আদেও খুশি?
দুপুরে খেয়ে বাসি ভাত।

তাদের নিয়ে চলছে খেলা
সকাল সন্ধ্যা সারাটা বেলা,
কে বোঝে তাদের মত?
পেটেরি অবাধ জ্বালা।

চাষীটার একটি খুদে
দুপুরের তপ্ত রোদে,
উঠে যায় বাষ্প হয়ে
পেটে লাগে খাবার খিদে।

বিলাসিতা হয় না যে তার
গোনা যায় তার কটি হাড়,
ক্ষত ক্ষাম আছে যে কত
মনে হয় করেছে প্রহার।

এ কি ভাই জীবন চাষির
আমাদের মুখটা হাসির,
কবে ভাই খুলবে দুচোখ?
নির্বোধ এই বিশ্ববাসীর।

'সুহাসিনী'

খালিদ হাসান মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ

তোমায় দেখার ইচ্ছাতে
হয়েছি আমি ভোরের পাখি,
তুমি হয়েছ ডুমুর ফুল!
তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি
এ জীবনে পাওয়ার স্বপ্ন
উপায় তবুও নাই...
যদি তুমি হও উচ্ছাসি নদী মোহনা
তবে আমি হব শান্ত সাগর।
মনের আবেগ বাধা ধরা
কষ্ট হয়, তবুও উপায় নাই!
তোমার প্রতিচ্ছবি দেখি বারবার,
নির্বিকার চেয়ে...
তোমার চাহনিতে আছে এক
প্রীতি, যার জন্য হয়ে গেছি
আমি কবি!
যখনি তোমায় মনে পড়ে
চোখ আকাশে বয়ে যায় জোযার
অন্তরের ভিতরটা হয়ে ওঠে মরিচিকা!
তবুও মানি তুমিই আমার আপনজন
আমার 'সুহাসিনী'...।

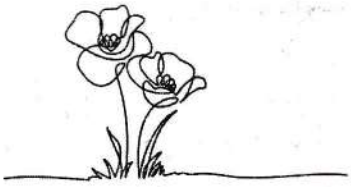

চাকরি চোর

নাসরিন সুলতানা
বাংলা অনার্স (চতুর্থ সেমিস্টার)

সারা বাংলায় ঝড় উঠেছে
চোর ধরো জেল ভরো,
নেতা সেজে চাকরি চুরি
একটু লজ্জা করো।
SSC/TET দুর্নিতিতে ধরা খেল

পার্থ, মানিক, অর্পিতা
বুদ্ধি বিবেক হারিয়ে ফেলে
করছে তারা দুর্নিতিটা।
যোগ্য প্রার্থী রাজ পথে বসে
করছে কত আন্দোলন

শূন্য পেয়ে চাকরি পাই
এই কি দেশের কানন?

বকলমে চাকরি দেন
আমলা মন্ত্রী নেতা
দেশ সেবার নামে এরা
করছে কত বিশ্বাস ঘাতকতা

শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে
চাকরি চুরির কারণে

আম্রেলা বানান ভুল শেখায় অযোগ্য
দেশের শিক্ষা নিকেতনে।

এ কেমন রাজ্যরে ভাই
ভাবতে অবাক করে।
ঘুষখোর আমলা মন্ত্রীর স্বাক্ষর
থাকবে কেন মানপত্রে?

তোমার কথা মনে পড়লে

মাসুদ আলম
দর্শন (চতুর্থ সেমিস্টার)

তোমার কথা মনে পড়লে চোখের কোণে
অশ্রু ও ঠোটের কোণে হাসি ফোটে।
তোমার কথা ভাবতে গেলে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে।
তোমার কথা মনে পড়লে হৃদয়টা
যে আনন্দে দলিয়ে ওঠে । খোলা
জানালা দিয়ে দেখি যখন বৃষ্টি
হালকা পড়ে, তখন তোমার আমার সেই
বৃষ্টি দিনের প্রথম দেখার কথা
মনে পড়ে। যখন তাকিয়ে থাকি তোমার
সেই পছন্দের ফুল গাছের দিকে, যখন তাকাই
তখন মনে পড়ে তোমার ফুল নিয়ে বায়না
ধরার কথা। যখন আমি খোলা আকাশের দিকে
তাকিয়ে দেখি তোমার মুখে ভেসে ওঠে
চাঁদের ওই দেশে, তোমার কথা যখন মনে
পড়ে তখন তোমায় আমার করে রাখতে না
পারার হাজার বর্ষা বুকে ভিড়
করে। জানি পাবো না তোমায় কোনোদিন।
তবুও মিষ্টি স্মৃতি ভাবতে ভালো লাগে।
তোমার কথা মনে পড়লে হারিয়ে যায়
আমাদের কাটানো সেই সুন্দর মুহূর্তে।

সমাজ

গোপাল ঘোষ
(ষষ্ঠ সেমিস্টার)

সবুজ ধান গাছ থেকে বেরোনো,
ধানের শিসের রং যেমন সাদা;
ঠিক তেমনি সাদা-
মায়ের গর্ভে থেকে বেরোনো একটি ছোট্ট শিশুর মন।

সেই মায়ের গর্ভে থেকে বেরোনো শিশুর মনে-
থাকে না কোনো লোভ।
থাকে না কোনো হিংসা,
থাকে না জাতিভেদ ও ক্রোধ।

হায়রে, এই নিষ্ঠুর সমাজ-
সেই ছোট্ট সরল শিশুটিকে করে তোলে
ঠিক তার মতনই হিংস্র,
তার ভিতরে জাগিয়ে তোলে - লোভ, ক্রোধ, হিংসা, জাতিভেদ।

তবুও শেষবার, যাওয়ার সময়
তার ভেতরে জেগে ওঠে সরলতা
সে ভাবে - তার মন কত কুচ্ছিত, কত নিষ্ঠুর।
এই ভেবেই চলতে থাকে চিরন্তন।

মায়ের কদর

সাজিদা খাতুন

আমি যখন ছোট্ট ছিলাম,
ছিলাম মায়ের কোলে
বড় যেই আমি হলাম,
মাকেই গেলাম ভুলে।
খোকা, খোকা করে ডাকে
দিইনি মোটেই সাড়া,
বউ ডাকলে আমার
কান দুইখানা হয় খাড়া।
বউয়ের মাকে 'মা' ডাকি
আপন মাকে দাসি,
নিজের মাকে ভুলে তখন
বউকে ভালোবাসি।
বউ শাশুড়ীকে খুশি করতে
ভুলে যাই না টাকা পাঠাতে।
নিজের 'মা' না খেয়ে মরে
সময় পায় না খবর নিতে।
অবশেষে অসুখে অনাহারে
রাস্তায় বসে 'মা',
মায়ের কদর না করলে
ক্ষমাও পাবে না।

রাত-দিন

এপার ধরণীতে
সূর্য অস্ত যায়।
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে
ব্যস্ততম দিনের শেষে।
পাখিরা নীড়ে ফিরে
কোলাহল শেষে।
রাত্রি নেমে আসে
নিঝুম, নীরবতার বেসে।
অন্ধকার ছেয়ে যায়
গ্রামের এক কোণ ঠেসে।
মানুষজন শান্ত হয়
সকল কর্ম শেষে।
ওপারে ধরণীতে
সূর্য উদিত হয়।
বেলা গড়িয়ে আসে
শান্ত ভোরের শেষে।
পাখিরা মিলিত হয়
খোলা আকাশে ভেসে।
সূর্য ভেসে আসে
অগ্নিকন্যা বেসে।
আলো ছড়িয়ে পড়ে
গ্রামের সমস্তটা ঘেঁষে।
মানুষজন আবারও ব্যস্ত হয়
গভীর নিদ্রা শেষে।

আমার স্বাধীনতা

তোমার স্বাধীনতা তিন রঙা শাড়িতে
আর আমার দু-মুঠো ভাতে;
আমি খাটি সারাদিন
তুমি করো পার্টি মদ হাতে।
তোমার গাড়িতে তিন রঙা উড়ে,
আর আমি বেচি তিন রঙা পেটের কামড়ে।
দেশভক্তি নাকি পরিশ্রম কোনটা করি বলতো একটু খাবার পেতে??
দেশের নাম না করলে তো মার পড়বে বেতে।
ছেঁড়া-ফাটা জামা নাকি তিন রঙা
কোনটা জরুরি সম্ভ্রম ঢাকতে?
পাই না খুঁজে উত্তর নিজেকে শান্ত রাখতে।
তোমার ফেলা খাবার জায়গা পায় ডাস্টবিনে,
যা আমার রান্নাঘর প্রতিটি জন্মদিনে।
ও মা... তুমি তো সবার মাা,
নাকি শুধুই ধনীর;
না খেতে পেয়ে শেষে কী বেচতে হবে নিজের শরীর?
তোমাদের স্বাধীনতা মানে নতুন জামা-সুট-বুট।
আমার কাছে স্বাধীনতা খিদে মেটানো দুটো বিস্কুট।।

'রাজনীতি'

প্রলয় কুমার সাহা
কর্মাধ্যক্ষ

বর্তমানে রাজনীতি এমনই একটি 'শব্দ'
যা থেকে প্রায় সকলেই দূরত্ব বজায় রাখি।।
এই শব্দটি তার গূঢ় অর্থ হারিয়েছে
যে কারণে মানুষের কাছে রাজনীতি অর্থহীন হয়েছে।
তখন একটি সময় ছিল
যখন রাজা ছিল, ধর্ম ছিল এক নীতিও ছিল।
সেই সময় থেকে 'রাজনীতি'র হাতে খড়ি।
আর্য্য রাজার নাতি (রাজনীতি) প্রতিষ্ঠিত হল।
রাজাকে, প্রজাদের মেনে চলতে হতো
এবং রাজার নীতি মেনে চলতেই হতো।
কিন্তু কালের নিয়মে রাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে।
বদলে গেছে রাজনীতির সমীকরণ।
সেই বদলানো 'রাজনীতি'
'নীতির রাজা'তে বিবর্তন ঘটলো।
আর্য্য রাজনীতির দলগুলির উদ্ভবে
সেই শব্দ আরও গুরুত্ব পেল।
যে দলের নাতি যত ভাল হবে
তার নীতি মানুষগ্রহণ করবে।
এইভাবে রাজনীতির দলগুলির মধ্যে
প্রতিযোগিতা শুরু হল।।
সমাজের জন্য, মানুষের জন্য
যে দল, ভাল কাজ করবে
সেই দল সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ
হয়ে উঠবে।
এটাই হওয়া উচিত ছিল।
বর্তমানে আমরা বলিও রাজনীতি!
ও তো ভাল মানুষের জন্য নয়
ও তো অসৎ, ধাড়ধাবাজ মানুষদের জন্য।
এখান থেকেই শুরু হল অবক্ষয়
সমাজে গ্রাম, অঞ্চল, রাজ্য দেশ
ইত্যাদির শাসনভার পেল ঐ লোকগুলি।
আজ তারা অন্যের কথা ভাবে না
অর্থাৎ অন্যের জন্য নয় নিজের জন্য।
আর ঠিক এখান থেকে অবক্ষয়ের পালা-
আজ মানুষ খুবই অসহায়
রাজনীতির ঐ মানুষগুলো গ্রাস করেছে সমাজকে
তাই সমাজ আজ বাক রুদ্ধ।।
শাসকই ভক্ষকে পরিণত হয়েছে।
উন্নয়ন দাঁড়িয়ে, তবুও মানুষ সন্ত্রস্ত
প্রতিবাদের ভাষা হারিয়েযাচ্ছে
মানুষ স্বপ্ন দেখতেও যেন ভয় পাচ্ছে।
তবুও যেন আশা
কালো মেঘ সরে যাবে।
নতুন সকাল আসবে।
পৃথিবী আবার শান্ত হবে।
রাজনীতির প্রকৃত অর্থ প্রতিষ্ঠিত হবে।।

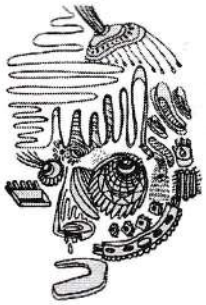

তোমার কথা মনে পড়লে

আশা আনসারী

তোমার কথা মনে পড়লে...
আমার মুখে এক মুচকি হাসি ফোটে।
তোমার কথা ভাবতে গেলে...
আমার গায়ের পশম শিহরিত হয়ে ওঠে।
তোমার কথা মনে পড়লে...
হৃদয়টা যেন দুলিয়ে ওঠে
খোলা জানালা দিয়ে যখন দেখি
বৃষ্টি হালকা পড়ে
তোমার কথা আমার তখন বড্ড মনে পড়ে।
যখন একলা থাকি চার দেওয়ালের মাঝে
তখন তোমার কথা আমার হৃদয় মাঝে জাগে।
যখন ব্যালকনিতে দংাড়িয়ে থাকি...
চাঁদের দিকে চেয়ে
তোমার মুখ ভেসে ওঠে চাঁদের ওই দেশে
তোমার কথা মনে পড়লে
আমার বড্ড ভালো লাগে।
বর্ষার ওই মাতাল করা হাওয়া
যখন গায়ে এসে লাগে
সেই সুন্দর জলছবি আমার চোখে ভেসে ওঠে।
তোমার কথা মনে পড়লে...
আমার বড্ড ভালো লাগে।

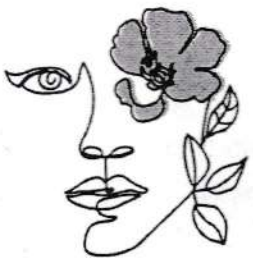

নারী

আশা আনসারী

পুরুষ মানুষ কেন বলে
নারী এক অপয়া কিছু?
আমি তো দেখি প্রতি ঘরে
সংসার চলে নারীর গুণে।

নারী এক জগদ্ধাত্রী
নারী আমার মা
তাই তো আমি সকালে উঠে
নারীকেই বলি মা!

নারীর মনেও কষ্ট আছে
শোনার মত কেউ যে নাই।
তাই তো আমি বসে থাকি
নদীর পাড়ে এক কোণায়

বাবার ঘরে মা যে আমি
স্বামীর ঘরে ঝি
নারীকে দেখে হয় যে ভারি
তাই তো পন যাই শ্বশুর বাড়ি
আবার অনেক নারী পুরুষের কাছে
হচ্ছে ধর্ষণের শিকার!
সমাজ কিছু না বলে
নারীর লড়াই নারীকেই লড়তে হবে
তবেই হবে জয়।

আমার প্রিয় অচেনা

ঝর্ণা খাতুন
এডুকেশন অনার্স (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

কে আমি কী আমার পরিচয়
এ কথাই যেন ভেবে যাই বার বার।
কিন্তু মনের ভিতর থেকে কেউ বলে,
আমি আছি দ্বীপশিখা জ্বেলে
ভুলও না আমায় তোমাতে আছি আমি মিশে...
আমি অন্তর্যামী থাকব সদা পাশে।
তোমাকে ভালোবেসে,
আমি মরণ, তোমার অচেনা বন্ধুর বেশে।
আমি অসহায় সহজ সরল,
লোকে আমায় ভাবে গরল।
ধন্য তুমি, তোমার এই আচরণ,
ভলোবেসে আমায় করেছো বরণ।
তুমি ভালোবেসে জায়গা দিলে,
থাকব সদা তোমায় আমায় মিলে।
সুখ দুঃখ কাছাকাছি, ভয় পেও না আমি আছি।
আমায় চিনেছো কী?
আমি সেই চেনা, যা তোমার অন্তর দিয়ে কেনা।
তোমার আমি সেই যে প্রিয় বন্ধু বেশে অচেনা।

বৃষ্টির দিন

ঝর্ণা খাতুন
এডুকেশন অনার্স (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

আজ বসে আছি এই বৃষ্টির দুপুরে,
মনের প্রতিটি কোণে বেজে উঠছে নুপুরে।
ক্লান্ত ভেজা পাখিরা ফিরছে ডানা মেলে,
প্রতিদিনের প্রিয় সেই আকাশ ছেড়ে।
সাদা রঙের বকগুলো সব মেলেছে তাদের ডানা,
আজ একলা মনে বারান্দায় বসে ভিজতে নেই মানা।
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর মন বলে আজ ভিজি,
চারিদিকে কীটপতঙ্গ করছে সে গিজিগিজি।
তবুও বৃষ্টি তোকে মন সে ব্যাকুল হয়ে ডাকে,
বৃষ্টির ফোঁটার মাঝে সে আমার অশ্রু লুকিয়ে থাকে।
মনের শত বেদনা সে বৃষ্টিতে যায় মিশে,
দুর্বা ফুলের গন্ধ শোভা পায় ঘাসে ঘাসে।

উড়ো চিঠি

আলাউদ্দিন বিশ্বাস
শিক্ষাকর্মী

খেয়ালী মনের দোসর হয়ে
ইচ্ছে সুখের ডানা মেলে,
পাড়ি দিলাম মেঘের দেশে।
ব্যস্ত জীবন দূরে ফেলে
উৎসাহী চোখ এক নিমেষে,
তোর খেয়ালেই উঠল মেতে।
সুখের সময়,
সোনালী বিকেল,
চোখের কোণে নোনতা স্বাদে
সূর্য্য ডোবার পালা;
বৃষ্টি মেখে সন্ধ্যা এলে,
সময় খামে বন্দী করে,
তোর নামেরই উড়ো চিঠি
ভাসিয়ে দেওয়ার খেলা।

সূর্য সোহাগ

মোসা:- নাজমুন্নাহার
শিক্ষাবিজ্ঞান(ষষ্ঠ সেমিস্টার)

আমি এই পথেই হাঁটবো,
পড়াশোনা আর সবকিছুর সঙ্গে।
মানুষ যেমন তার নিজের পথে চলে,
তেমনই নিজের পথ চেনে,
সাহসের সঙ্গে,
সব বাধা উড়িয়ে দিয়ে চলতে হবে।
সূর্যের নতুন আগমনে,
যেমন নতুন সোহাগ ওঠে,
তেমনই সবাই হাতে হাত রেখে,
নিজের পথ খুঁজে নিতে,
পড়াশোনার মধ্য দিয়ে জীবনের এই মুহূর্তে,
এগিয়ে চলতে হবে।
এত জানা,
জীবনের এই মুহূর্তে চাই
শুধু পড়াশোনা।

ফাঁকা কাগজ

মোসা:- নাজমুন্নাহার
শিক্ষাবিজ্ঞান(ষষ্ঠ সেমিস্টার)

কাগজ আছে, স্বপন আছে
কলম আছে হাতে,
লিখবই আমি, লিখব কিছু
ভেবেছি আজ রাতে।
ম্যাগাজিনে হবে ছাপা
থাকবে আমার নাম
কি ভালোই লাগছে আমার
জানো কি তার সম্মান?
কলম ধরে ভাবছি শুধু
এত বড় কাগজ নিলাম
সবটাই রইল ফাঁকা।

জাতপাত

মোসা:- নাজমুন্নাহার
শিক্ষাবিজ্ঞান(ষষ্ঠ সেমিস্টার)

জাতপাত করবো নাকো
যখন জন্মেছি এই দেশে,
উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ
থাকবে নাকো মনে।
মারামারি, হানাহানি
করবে নাকো দেশে
রক্তের গঙ্গা কখনও
বইবে না এই মাটিতে।
একথা রাখো মনে
লোভ-লালসা হিংসা থেকে
দূরে রাখো নিজেকে।

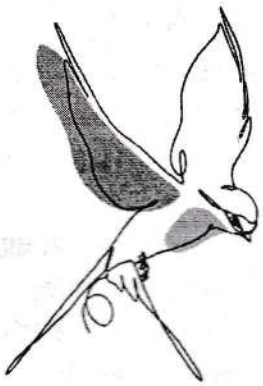

কথা রাখেনি

সাফাইল হোসেন শেখ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

কথা দিয়েছিল সে বার বার
কিন্তু কথা রাখেনি।
বসন্তের আগমনে পড়ন্ত বিকেলে,
নির্জনে একান্তে কথা দিয়েছিল
আজও সে কথা রাখেনি।
তার দেওয়া কথার ছলে ভুলে ছিল মন
তবু কথা রাখেনি।
শরীরের কনায় কনায়, শিরায় শিরায়
জমে থাকা দেওয়া কথাগুলি
আজও সে রাখেনি।
সময়ের সাথে সাথে বদলে যাওয়া ঋতু
ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়ে
হারানো স্মৃতির শেষ সম্বলটুকু
আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে
হেরে যায় বারবার
তবু কথা রাখেনি।
অতীত স্মৃতির বন্ধনে বাঁধা এই জীবন
বয়ে চলে স্রোতের মতো
কত কথা, কত ছবি, মুখের হাসি, মায়ার বাঁধন...
কালবৈশাখী ঝড়ের তরে, উড়ে গেছে সব
খড় কুটোর মত ধূলিকণা হয়ে
তবু কথা রাখেনি সে।
তার দেওয়া কথা, না রাখার বেদনায়
জর্জরিত হয়ে যায় হৃৎপিণ্ডের কণাগুলি
দিন যায়...রাত যায়...
বসন্তের কত কোকিল ডাকাডাকি করে
তবু কথা রাখেনি সে।
মনে কত প্রশ্নজাগে অতীত স্মৃতি নিয়ে
প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে বারবার
ফিরে আসি আবার
তবুও কথা রাখেনি।

'তোমাকেই ভালোবাসি'

মনিজা খাতুন
(দ্বিতীয় সেমিস্টার)

ইচ্ছে হয় উড়ে যাই দূর আকাশে
ভালোবেসে স্বপ্ন অভিলাসে তোমার
হাতটি ধরি।
তোমার সাথে হঠাৎ দেখার ওই মধুর সময়
ভুলতে পারিনা তোমার আলাপ....
তুমি প্রথম যেদিন ওই মায়াবী চোখে
তাকিয়েছিলে এক পলক আমার দিকে
সেদিনই তো আমি হয়ে গেছি তোমার
মনে মেনেছি তুমিই আমার আপনজন...
তোমার অজান্তেই বেসেছি ভালো
তোমার অজান্তেই করেছি ভুল
তুমি ছাড়া এ জীবন ধূসর মরুভূমি!
স্বপনে সায়নে নিদ্রা জাগরণে
হৃদয়ে এঁকেছি তোমায়
তুমি বিনা শূন্য জীবন!
তোমার হৃদয়ে কী আমি আছি?
বিরহ হৃদয়ে জানতে হয়েছি ব্যাকুল!
হৃদয় ভরা কান্না আসে
যখন তোমাকে পাই না পাশে!
নিশিত রাতে আঁতকে উঠি
চোখের সামনে তোমার মুখটি দেখি!
প্রত্যাখ্যাত করো ব্যর্থ হবো
তবু থাকবে তোমাকে পাওয়ার আশা!
দূর থেকে ভালোবাসার অধিকার দিয়েছো
তাই তো ত্যাগ করেছি কাছে পাওয়ার মোহ!
মৃত্যু আমায় নিতে আসলেও
বলবো তোমাকেই ভালোবাসি
তোমাকেই ভালোবাসি!

তবুও বাঁচতে হয়

শামিম আক্তার মোল্লা
সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজী বিভাগ)

না, এমনটি নয় যে বাঁচা-ই যাবে না।
কখনো-কখনো বাঁচার থেকেও
মৃত্যু অনেক বেশি কঠিন।
কঠিন বলেই বাঁচার জন্য মরতে হয়,
মারতেও হয়।
বাঁচার জন্য জলকণাকে
কখনো বুদবুদ হতে হয়—
যদিও সে জানে, জীবন আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র;
কখনো বাষ্প হয়ে বিলীন হয় পুনর্জন্মের তাগিদে।
বাঁচার জন্য শুঁয়োকে মাখতে হয় প্রজাপতির রঙ।

কখনো কখনো বাঁচার থেকেও
মৃত্যু অনেক বেশি কঠিন।
কঠিন বলেই বাঁচার জন্য মরতে হয়,
মারতেও হয়।
কিন্তু যখন বাঁচার জন্য মারতে গিয়ে মরতে হয়,
তখন তার চোখ মনে পড়ে—
যে চোখে ছিল আমার নিজেরই প্রতিবিম্ব;
তখন তার কান মনে পড়ে—
যে কানে আমিই ঢুকিয়েছি বাঁচার মন্ত্র;
তখন তার মুখ মনে পড়ে—
যে মুখে আমার জন্য প্রেমের শাসন ছিল;
তখন তার মন মনে পড়ে—
যে মনে ছিল আমার ভালো-মন্দের খেয়াল...।
তখন তো আর বেঁচে থাকা মৃত্যুর থেকে
আলাদা মনে হয় না!

তবুও বাঁচতে হয়!

আমি মধ্যবিত্ত কন্যা

শিল্পা খাতুন

আমি মধ্যবিত্ত কন্যা
আমার স্বপ্নগুলো দেখার মতো
কিন্তু পূরণ করা শক্ত।।

আমি মধ্যবিত্ত কন্যা
এই কথাটি খুব কানে বাজে
সবাই বলে তুমি মধ্যবিত্ত
তোর স্বপ্ন কি এমন দেখা সাজে।।

স্বপ্নগুলো অব্যক্ত রেখে
করগে স্বামীর ঘর
তুই মেয়ে পরাধীন
মেয়ে মানেই তো পর।।

স্বপ্ন পূরণ করি কেমনে
আর্থিক সংকট হাজার
বাবা মোর সহজ সরল
চাষির বংশধর।।

মধ্যবিত্ত মেয়েটি এমন স্বপ্ন ভুলে
করছে স্বামীর ঘর
তবুও কোনো নির্জন রাতে,
স্বপ্নের কথা ভেবে ঘুম আসে না তার।।

এইভাবে তার দিন কেটে যায়—
মনে থাকে না তার স্বপ্নের কথা
কিন্তু রাতে হানা দিয়ে যায় স্বপ্নগুলো
দিয়ে যায় কিছু বিরহ ব্যাথা।।

মধ্যবিত্তের স্বপ্নগুলো এইভাবেই হয় শেষ
তবুও তারা হাসি মুখে বলে
এইতো আছি বেশ।।

From the Moon to the Sun

Sahina Mumtaz
English (Hons.), Sem-IV

There's a Seleophile, staring at the moon
Searching for the lost light in the darkness of the room.
Faced the stroms, thunders and lightning too
Felt little relief after, when came tsunamis, heavy rain and flood too.
The heavy downpour didn't favour at all,
Though the battle between these two went through every thick and small.
Hoping to see the full moon this time,
Hands reaching to hold what was called mine.
Turned towards the sky calling the moon out,
Looking how slowly it hid behind the cloud.
The doorsof the room were closing really fast,
Suddenly a ray of sun came from contrast.
Pushing it away, yet it made its own place!
Filled the room with lots of warmth from the sun rays.
Holding the hand tight, gave courage to see the day light,
whispering in the ears, "Sun can also be beautiful! Right?"

আজ সবই অতীত

মুনজুর হোসেন
চতুর্থ সেমিস্টার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স)

শিক্ষা জীবনে সর্বোচ্চ সময়টি এই বিদ্যালয়ের আঙিনায়। ক্রম স্বচ্ছ আলোর মতো উজ্জ্বল স্মৃতিগুলি বারবার কড়া নাড়ে মনের দুয়ারে। ফিরিয়ে নিয়ে যায় সোনালি সেই দিনগুলিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকা সেই স্মৃতিগুলি উদ্ভাসিত হয় স্বর্ণদীপ্তিতে।

বিদ্যালয় ভবন এক ঝাঁক কিশোর-কিশোরীর দৃপ্ত পদচারণে যেন প্রাণ ফিরে পায়। স্কুল শুরুর ঠিক আগে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুলের প্রিয় মুখটি দেখবো বলে। গেট খুলে দিলে সবার প্রথমে ক্লাসে গিয়ে প্রিয় বন্ধুর সাথে বসবো বলে বই বা খাতা দিয়ে জায়গা দখল করা, ক্লাসের ফাঁকে খাতায় দাগ কেটে কাটাকুটি খেলা, সব বন্ধুরা মিলে এক হয়ে স্কুল থেকে পালিয়ে যাওয়া, ক্লাসে ঝগড়া করে বলা—"ছুটির পর স্কুলের বাইরে বেরিয়ে দেখ, তোর খবর আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ কিছু নাম রাখা যা কেবলমাত্র—ছাত্রছাত্রীরাই জানে, ক্লাসে বাড়ির কাজ না করে নানা অজুহাত দেওয়া, প্রতিদিন বাইরে বেরিয়ে কান ধরা বা ক্লাস না করে বাইরে আড্ডা দেওয়া, শেষ ক্লাসের অস্থিরতা কখন ঘণ্টা দেবে আর বাড়ি যাবো, হঠাৎ ছুটির ঘণ্টা পরে গেলে একসাথে সবাই চিৎকার করা, অভিভাবকের স্বাক্ষর নিজেই দেওয়া, বার্ষিক পরীক্ষার পর স্কুল বন্ধ।

স্কুলে কত বছর কেটে গেল, জীবনের কত স্মৃতি হারিয়ে গেল। তবুও স্কুল জীবনের এই স্মৃতিগুলি মুছে ফেলা খুবই কঠিন। স্কুলের দুষ্টু-মিষ্টি এসব ঘটনা আমার মধ্যে এমন দাগ কেটে গেছে যে শত স্মৃতির ভিড়ে হারিয়ে যাবে না। একদিন কাঁদতে-কাঁদতে স্কুল ত্যাগ করেছি। খুব মনে পড়ে এই মুহূর্তগুলি মাঝে-মাঝে বাবি আছে কী আমাদের রেখে আসা কিছু স্মৃতি? বেঞ্চে বা দেয়ালে নিজের নাম বা প্রিয়জনের নাম, স্কেল দিয়ে কাটা বেঞ্চের দাগগুলি!

সময়ের স্রোতে জীবন এগিয়ে গেলেও মধুর এসব স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে যায় দূর সেই অতীতে। ফিরে দেখা যায় আলোর মতো স্পষ্ট এই স্মৃতিগুলি। স্কুল জীবনের মধুর স্মৃতিগুলি আজ বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় স্কুল জীবনের সেই খুনসুটি আর ভালোবাসাপূর্ণ সূর্যের রশ্মির মতো স্নিগ্ধ সোনালী দিনগুলিতে। যেখানে স্মৃতিরা ডানা মেলে উড়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো।

নাট্য জীবন

পূজা দত্ত
(ষষ্ঠ সেমিস্টার)

যখন আমি জন্ম নিলাম ঠিক তখন প্রথম কান্নাটা করেছিলাম মায়ের সামনে। হয়তো তখন বুঝেছিলাম বড়ো জটিল এই নাট্য মঞ্চ। বেশ তো ছিলাম সমস্যাহীন সেই জননী জঠরে। কিন্তু কী আর করার আছে নামটা যখন লিখেই ফেলেছি এই নাট্য তালিকায় অভিনয়টা সেই আমাকেই করতে হবে।

নাটকের নাম 'জীবন'। নাট্যকারের নাম জানা নেই। প্রথম প্রথম বেশ দুর্বল ছিলাম অভিনয়ে। যখন অভিনেতারা বলতো বাস্তবের সাথে মিশে যেও না সবটাই অভিনয়। তখন মনে প্রশ্ন জাগতো তবে এই 'বাস্তব' কথাটা এলো কেন? তাঁরা বলেছিল বাস্তবটা নাকি নাটকেরই একটা দৃশ্য।

পরবর্তী দৃশ্য ছিলো 'বিশ্বাস'। মাঝে কিছু মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। কিন্তু তাঁরা বলেছিল কাউকে বিশ্বাস করো না। এই মানুষ হলো এই নাটকের এক একটি চরিত্র যা পরিবর্তন হতে থাকে।

আর এক দৃশ্য 'ভালোবাসা' বড়ো জটিল সেই দৃশ্যের অভিনয়। এই দৃশ্যের অভিনেতারা বেশ নিপুন। কিন্তু এখানে স্বার্থের বিলাসিতা বেশ লক্ষ্য করা যায়।

শেষ দৃশ্য 'মৃত্যু' এই দৃশ্য হতে পারে অভিনয়ের একটি অংশে কিন্তু এটাই হলো পরম সত্য। তুমি হতে পারো দক্ষ কিংবা অদক্ষ অভিনেতা, এই দৃশ্যে অংশগ্রহণ সকলকেই করতে হবে।

আমার যখন এই অভিনয় প্রায় শেষের দিকে তখন মনে হলো সবই মোহ সবই মায়া কিন্তু ওই যে প্রথম প্রথম কান্নাটা করেছিলাম যার কাছে সেই ছিল বাস্তব; সেই ছিল বিশ্বাস; সেই ছিল ভালোবাসা। মা!

আদর্শ শিক্ষক

মতিউর রহমান
ইতিহাস অনার্স (চতুর্থ সেমিস্টার)

একদিন এক যুবক একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে তার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে দেখতে পেল। সব শ্রদ্ধা আর প্রশংসার সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে গেলেন।

যুবকটি তাকে বলল—

"স্যার আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?"

শিক্ষক বললেন, "নাতো ঠিক তোমাকে চিনতে পারলাম না। দয়া করে তোমার পরিচয়টা দিবে?"

ছাত্রটি বলল : আমি আপনার ৩য় শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম, আমিই সেই একজন যে ক্লাসরুমে একজনের ঘড়ি চুরি করেছিলাম। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেব কিন্তু আমি নিশ্চিত সেইদিনের কথাটি আপনি মনে রেখেছেন।

আমাদের ক্লাসের এক ছেলের কাছে একটি সুন্দর ঘড়ি ছিল, তাই আমি এটি চুরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে আপনার কাছে এসেছিলেন এবং নালিশ করেছিলেন যে কেউ তার ঘড়িটি চুরি করে নিয়েছে। তৎক্ষণাৎ, আপনি আমাদের সকলের পকেট অনুসন্ধান করার জন্য আমাদের দাঁড়াতে বললেন।

আমার আর বুঝতে দেরি ছিল না যে আমার চুরির কর্মটি আমার সকল বন্ধু-বান্ধব এবং শিক্ষকদের সামনে উন্মোচিত হতে চলেছে। আমাকে চোর, মিথ্যাবাদী বলা হবে এবং আমার চরিত্র চিরতরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

আপনি আমাদের সকলকে দেয়ালের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে বললেন চোখ দুটি বন্ধ করে। আপনি একটার পর একটা পকেট অনুসন্ধান করতে লাগলেন, এবং যখন আপনি আমার পকেট পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন তখন আমি ভয়ে কাতর হয়ে গেছিলাম, আপনি আমার পকেট থেকে ঘড়িটি বের করে ফেললেন। তারপরেও আপনি ক্লাসের শেষ ছাত্রটি পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়েই গেলেন।

আপনি শেষ করার পরে আপনি আমাদের সকলকে চোখ খুলতে এবং আমাদের চেয়ারে বসতে অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে ছিলাম কেননা আপনি তো আমার পকেট থেকে ঘড়িটি বের করেছেন এবং এখন সবার সামনে আমার নাম ফাঁস করে দিবেন সেই ভয়ে আমি কাতর হয়েছিলাম।

আপনি ক্লাসে সবাইকে ঘড়িটি দেখালেন এবং ঘড়ি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে ঘড়িটি চুরি করেছিল তার নাম আপনি কখনই প্রকাশ করেননি। আপনি কখনোই আমাকে সেই চুরির ব্যাপারে একটা কথাও বলেননি, এমনকি কারোর সামনেও এই ব্যাপারে কিছু বলেননি।

আমার স্কুল জীবন ধরে কোনদিনও কোন শিক্ষক, কোন ছাত্র কেউই আমাকে এই ঘড়িটি চুরির ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি কখনো আমাকে বদনাম করেনি। আমি মনে মনে ভেবেছিলাম সেদিন আপনিই আমার সম্মান রক্ষা করেছিলেন। আমার অসম্মানের কথা কারোর সামনে ফাঁস করেননি।

শিক্ষকটি বললেন, "সেদিন ঘড়িটি কে চুরি করেছিল আমি মনে করতে পারছি না, কারন আমি যখন তোমাদের পকেট গুলো খুঁজতেছিলাম তখন তোমাদের মত আমারও চোখ দুটি বন্ধ ছিল।"

☐ ***শিক্ষার জন্য প্রজ্ঞার প্রয়োজন। শিক্ষক, পিতামাতা, নেতা হিসাবে, আমাদের কর্মের পরিণতি বুঝতে সক্ষম হওয়া উচিত।***

☐ ***রক্ষা করা এবং সংস্কার করা, প্রকাশ করা এবং বহিষ্কার করার চেয়ে কঠিন।***

সীবনী / হাজী এ.কে. খান কলেজ / পৃ.৩৮

পলাশী

সাইমা সুলতানা বিশ্বাস
এডুকেশন (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

আমরা কি ভুলে যেতে পারি ১৭৫৭ সালের সেই ঐতিহাসিক কাহিনীকে?

আজ থেকে আড়াইশো বছর আগের ইতিহাস... পলাশী তোমার আকাশে আজও সূর্যোদয় হয়, রাত্রির অন্ধকারে ক্ষেতের আলো ঝরে পড়ে ভাগরথীর স্বচ্ছসলিল জলের বুকে।

জ্যোৎস্নার মায়াবী রাত এখনও রোমাঞ্চিত করে তোমার প্রতিটি ধূলিকণা।

সবুজ দূর্বাঘাসে ছড়িয়ে আছে শত শত শহীদের রক্ততর্পন—মাটিতে কান পাতলে এখনও শোনা যায় মোহনলাল, মীরমদনের মাতৃভূমি রক্ষা জীবনপণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অস্ত্রের ঝনঝনানি।

সেদিন স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার স্বাধীনতা রক্ষার অগ্নিমঞ্চে উদ্দীপ্ত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে হয়েছিল অঙ্গীকারবদ্ধ।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চক্রান্তে জগৎশেঠ, উমীচাঁদ, রায়দুর্লভ, মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকাতায় সিরাজের দেশপ্রেম, বাংলার স্বাধীনতা বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কজনক অধ্যায়ে হয়েছিল পরিসমাপ্ত। লর্ড ক্লাইভ এর ক্রূর ষড়যন্ত্রে গোটা ভারতবর্ষ হল শৃঙ্খলিত, মাতৃভূমির স্বাধীনতার সূর্যগেল অস্তাচলে।

হায় পলাশী তুমি কি শুনতে পাচ্ছো, কারা সেদিন বন্ধুত্বের ছলনায় নবাবের দেশ প্রেমকে কালিমালিপ্ত করে ইংরেজের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে ভারতের স্বাধীনতাকে দিয়েছিল উপঢৌকন?

'গল্প হলেও সত্যি'

ঝর্ণা খাতুন
(ষষ্ঠ সেমিস্টার, এডুকেশন অনার্স)

অনেক আগের কথা আমি ছোট তখন। আমি ছোটো থেকেই ঠাকুরদা বাড়িতে বড়ো হয়েছি। ঠাকুরদা ঠাকুমা গ্রামের বাড়িতে থাকতো। আর বাবা মা শহরের বাড়িতে। আমি আমার ঠাকুদা আর ঠাকুমাকে খুব ভালোবাসি তাই তাদের সাথে থাকতাম। আমার ঠাকুরদার বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তাদের কোলে আমি মানুষ। তারা প্রত্যেকেই আমাকে খুব ভালোবাসতো। আজ আমি যে গল্পটা শোনাতে চলেছি তা গল্প হলেও সত্যি। এখনও সেই দিনের কথা মনে পড়লে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

শীতের বিকেল আমার ঠাকুরদার বাড়ির পিছনে বিশাল বড়ো একটা বাগান। সেই বাগানের পরে লাল মাটির রাস্তা দিয়ে দূর্গাপুর, আমতলা যাওয়া যায়। আমি একদিন কৌতুহল বশত সেই জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে লাল মাটির রাস্তাতে চলে যাই। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি।

পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি মানেই ভাবলাম অনেকটা বড় হয়েছি এবার জঙ্গলের পথ দিয়ে ফিরে যেতে পারব, খানিকটা এসে আম বাগান পেলাম; বাগানের মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বাগানের রাস্তায় একটাও লোক নেই। আমি ভয়ের চোটে দৌড়াতে লাগলাম। সামনেই দেখি আশিসা দিদি (আমার ঠাকুরদার বাড়িতে বাসন মাজত) আমাকে বলল বাবু ভয় পাচ্ছ? কোথায় গিয়েছিলে? আমি আসিসা দিদিকে আমার ভয়ের কথা বললাম। আশিসা দিদি বলল, চল আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। আশিসা দিদি আমার হাতটা ধরল। কী ঠাণ্ডা সেই হাত! আমি জিজ্ঞাসা করলাম "তোমার হাতটা এত ঠাণ্ডা কেন গো?" আশিসা দিদি বলল—'পুকুর থেকে দ্বসবাসন মেজে উঠলাম তো।" আমি আশিসা দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি আমাদের বাড়িতে যাওনা কেন গো? আশিসা দিদি কোন উত্তর দিলো না। আমাকে বলল, ওই দেখো বাবু তোমার বাড়ির দরজা।' আমি বাড়ির পেছনে দরজায় ডাকতেই সবাই ছুটে এল। আশিসা দিদি বলল, "আমি দাড়িয়ে তুমি ভেতরে যাও। এতক্ষণ বাড়ির সবাই আমাকে খোঁজা খোঁজি করছিল। আণ্টি রেগে গিয়ে বললেন কোথায় গিয়েছিলিস তুই? একা সন্ধ্যারাতে।

আমি বললাম যে আমি বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূর্গাপুরের রাস্তায় চলে গিয়েছিলাম। বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে বলল ফিরে এলি কী করে এই রাস্তা দিয়ে। আমি বললাম কেন আশিসা দিদি পৌঁছে দিয়ে গেল। আমার ঠাকুমা বলে উঠল কী আশিসা পৌঁছে দিয়ে গেল তোমাকে? সবার মুখে ভয়ের ছাপ। আমি বললাম ওই দেখো দরজায় আশিসা দিদি দাঁড়িয়ে আছে। সবাই দরজার দিকে তাকালো কেউ নেই।

সবাই তাড়াতাড়ি আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এল। আমার ঠাকুমা কানাপাড়া থেকে মইজুদি ওঝাকে ডেকে পাঠালেন। ওঝা এসে আমার মাথায় কী সব মন্ত্র তন্ত্র পড়ে দিলো। আমার ঠাকুমা তো ভয়ে কাঁদতেই লেগে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা এরকম করছো কেন? তখন বাড়ির সবাই জানালো এক মাস আগে আশিসা দিদি তার মায়ের সঙ্গে ঝামেলা করে ওই বাগানে আমগাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমার ভয় করতে লাগল। আণ্টি বলল, জীবনের এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা লিখে রাখ কাজে লাগবে।

"Friendship : A Treasure of Heart"

Al Sahariar Islam
English (Hons.), Sem-IV

[Dedicated to the man who taught me the value of critical thinking and the power of the pen]

Friendship, a sacred bond that transcends time and distance, is a treasure that resides within the depths of our hearts. It is an emotion that knows no boundaries, defying the constraints of age, race, or background. Like a soothing balm, friendship heals our wounded souls and fills our lives with immeasurable joy.

In the tapestry of life, friends are the vibrant threads that weave together moments of hapiness, laughter, and shared experiences. They stand as pillars of support during tubulent times, offering solace and understanding without judgement. With their presence, even the darkest hours are illuminated by a glimmer of hope.

True friendship is an oasis in the desert of loneliness, a safe heaven where we can be our authentic selves. It is a mirror that reflects our strength and weakness, reminding us of our worth. Friends inspire us to drem bigger, reach higher, and believe in ourselves when doubts assail our minds.

But friendship is not with out its challenges. It requires patience, forgiveness, and an open heart. It demands honesty, vulnerablity, and the courage to navigate through stroms together. It is a cricial trial where true friendship emerges stronger and more resilient.

As we traverse the journey of life, let us cherish the friends who walk beside us. Let us celebrate their presence, for they are true wealth that enriches our lives. Let us nurture and cherish the bond we share, for in friendship we find solace, laughter, and love for life.

মানব সমাজের প্রকৃতি

মিঠুন সেখ
SACT (Dept. of Education)

ঈশ্বরের সৃষ্টি এই রহস্যময় জগতে বিভিন্ন প্রাণের প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন জীবের মধ্যে দিয়ে। তার মধ্যে ভগবৎ কৃপায় এই সমুদয় জগতে মানুষের মধ্য দিয়ে যে প্রাণের প্রকাশ ঘটেছে তা এই বিশ্বচরাচর জগতকে এক অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করেছে। সেই প্রাণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—বিতার, বুদ্ধি, বিবেক, ভালোবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি। যা অন্যান্য সমস্ত জীব বা পশুর মধ্যে খুজে পাওয়া যায় না। এর জন্যই মানুষ পৃথিবীতে জীব বলে বিবেচিত হয়।

মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য দিকটি এটায় যে মানুষ তার বিচার, বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। কিন্তু পশুর মধ্যে সেই বিচার বুদ্ধির সক্ষমতা নেই। 'মানুষ' কথাটি এসেছে 'মনু' শব্দটি থেকে। যার অর্থ হল চিন্তা করা বা যার মনন আছে।

এই জগতের সৃষ্টিকর্তা যিনি সর্বময় কল্যাণকর তিনি মানবজাতিকে উন্নত মস্তিস্ক প্রাপ্ত ও চিন্তাশীল বানিয়েছিলেন, এই জগতের কল্যাণের জন্য, ঈশ্বর চিন্তার জন্য; নিজের ভোগ বাসনায় আত্মমগ্ন হয়ে থাকার জন্য নয়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের মানব সমাজে বেশীরভাগ মানুষই নিজেকে কামনা, বাসনার বেড়াজালে আবদ্ধ করে, তার চাহিদা, আশ, আকাঙ্খা প্রভৃতি উচ্চতর সীমায় বাড়িয়ে তুলেছে। এবং যখন তাদের এই সমস্ত উচ্চাকাঙ্খা ব্যর্থ হয় তখন তারা হতাশ হয়ে অপরকে বা ঈশ্বরকে দোষারোপ করে।

বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মতে—"মানুষের নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানোটা মানুষের সাধারণ দুর্বলতা।"

এই সমাজে এমন কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ লক্ষ্য করা যায়, যারা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেকে ভালো মনে করে; অন্যর কথা ভেবে শুধু নিজের কথা ভেবে; অন্যের মনে আঘাত দিয়ে নিজের মত কেউ পোষণ করে; এই সমস্ত স্বার্থবাদী, কর্পটমনা ব্যক্তিত্বের ফলস্বরূপ যেন মানুষ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে গড়ে তুলেছে হিংসাত্মক মনোভাব। এছাড়াও কিছু অসূয়ক ব্যক্তি দেখা যায়। যারা শুধু পরের সমালোচনা করতেই ব্যস্ত। তারা একবারও ভাবেনা যে সে নিজে কী? কারণ যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির দিকে আঙ্গুল তোলে, তখন তার একটি মাত্র আঙ্গুল সমালোচিত ব্যক্তির দিকে এবং অপর তিনটি আঙ্গুল তার নিজের দিকে থাকে, সেই আঙ্গুলগুলি যেন তাকে নিজের দিকে চেয়ে দেখতে বলে তার কর্ম জ্ঞান, ব্যক্তিত্ববোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে।

যখন আমরা শহর গ্রাম প্রভৃতি ছাড়িয়ে মরুভূমির ফাঁকা মাঠে; যেখানে কোনো মানুষের বসতি নেই, সেখানে যদি কোন পথিক পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে একফোঁটা জলের জন্য চিৎকার করে, তবে তার ডাকে সারা দেবার মতো কেউ থাকে না। ঠিক একই ভাবে আমাদের সমাজে যদি কোনো দরিদ্র মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে তবে তাকে দেখার মত বা সহানুভূতি প্রদান করার মতো কেউ থাকে না। মানুষ এতটাই নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে আজ।

বর্ষার ঘনকালো মেঘ যেমন সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি করে, পৃথিবীরে অন্ধকারময় করে তোলে; ঠিক তেমন ভাবেই যেন মানব জাতির মধ্যে প্রতিহিংসা, দ্বন্দ, স্বার্থপরতা অহংকারবোধ প্রভৃতি বিষয় গুলি মানব সমাজের উপর এক ঘনকালো মেঘের মতই এক নোংরা আবরণের সৃষ্টি করেছে। যার ফলে মানব জাতির আসল মনুষত্বের বিকাশে বাধার সৃষ্টি করেছে এবং এক অস্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, মানব সমাজকে এই সমস্ত কলুষতা থেকে মুক্তি প্রাপ্ত করতে হলে; মানুষকে তার আসল কথা স্মরণ করে, এই সমাজের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ পালন করতে হবে। বিষয়ভোগের কামনা বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হতে হবে। এর জন্য আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ঈশ্বর সাধনার মাধ্যমে বশে আনতে হবে।

সব সময় মন যা চায় বা বলে সেই মতো চললে হবে না। মনের পশ্চাতে যে বিবেক বুদ্ধি রয়েছে তার দ্বারা সবকিছুর বিচার বিশ্লেষণ করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। তবেই আমাদের মানব সমাজে শুধু স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

নারীতত্ত্বের আলোকে বাউলদের সাধনসঙ্গিনী

ড. পুলকেশ মণ্ডল

বাউলদের সাধনা, বাউলের তত্ত্বকথা, বাউল গান, বাউলের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু নিয়ে সমালোচক মহল বা পণ্ডিত মহল আজও নিরন্তর প্রয়াসরত। এদেশে ও ওদেশে কিংবা এ বাংলায় ও বাংলায় প্রচুর আলোচনা চলছে। অনেকের গবেষণা পথে উঠে আসছে বাউলের নানান দিক ও দিগন্ত। আজকে আধুনিক জীবনেও বাউল যে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং আধুনিক জীবনের সঙ্গে বাউলের সুর সমানভাবে অঙ্কিত উন্মিলিত। সেই সুরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাউল সাধকদের এবং বাউলদের সংস্পর্শে থাকা বাঙালি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী মহলে। আমার আলোচনা বাউল সাধকদের সঙ্গে একজন যে মহিলা সাধনসঙ্গিনী দেখি তাকে নিয়ে। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে- এই সাধনসঙ্গিনীকে তাঁরা কেন রাখেন? বা রাখার প্রয়োজন আছে কী? সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাই এখন আমি করবো।

সংসারের মায়া কাটানো দেহতত্ত্বের জয়গানের উপর একদল মরমী সাধক সম্প্রদায়কে আমরা বাউল বলে চিহ্নিত করি। এক অর্থে বাউল হচ্ছে বাতুল। পাগলের দল। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে তাদের সম্পর্কে এই কথাই বলেছেন-

"সাধারণের জীবন যাত্রার বাইরে অবস্থিত বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পাগল বা ক্ষ্যাপা বলে। ইহা হইতেই এই ধর্ম সম্প্রদায়ের লোককে বাউল বা পাগল বা ক্ষ্যাপা বলিয়া অভিহিত করা হয়।"[১]

অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক জীবনে সমস্ত রকম মায়া কাটিয়ে মায়া রচনার মধ্যে পা না গলিয়ে তাঁরা মায়া অজ্ঞ দেশোত্তর আধ্যাত্ম সাধনার কথা বলেন এজন্য তাঁরা মরমী। অথচ লকষ্যে করার বিষয় সাংসারিক সমস্ত মায়া কাটিয়ে মায়াত্তোর জগতে ওঠে, বিচরণ করে তারা এক মায় সৃজন করছে। তারা সংসারী নন, বৈরাগী। অথচ এই বৈরাগীর পথে একজন সঙ্গিনী তাদের পাথেয়। আমার আলোচনার বিষয়বস্তু যে সংসারের মায় াকাটানোর গান যে বাুল, সংসারের মায়ায় নিজেকে না ডুবিয়ে দেহতত্ত্বের জয়গান অথচ সেখানেও দেখা যাচ্ছে তারা দেহ সাধনায় তাদের দেহ এবং মনে জন্য একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন-

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তি স্বাদ"[২]

তাহলে আমাদের প্রশ্ন এই বন্ধনটা কি নর-নারীর বন্ধন বা নারী-পুরুষের বন্ধন। যদি নারী-পুরুষের বন্ধনই বাউল গানের মূল বক্তব্য বিষয় হয়ে থাকে। দেহকেন্দ্রিক দেহকে নিয়ে মনকে নিয়ে গান বাধা হলেও যে গানে দেহ এবং মনকে ছাড়িয়ে সুদূরপারে উত্তরণের ইঙ্গিত রয়েছে সেখানে তাঁরা নতুন মায়ার সৃজন করেছেন কেন? নারী পুরুষের এই যে দেহমুখী গান বা দেহবাদী সাধনা এই সাধনায় পরবর্তী প্রজন্মকে আনার কথা নেই কেন?

সৃষ্টির রহস্যই তো সৃজনশক্তি। আর এই সৃজনের দুটি উপাদান নর এবং নারী। একজনের ব্যরিকে অন্যজন কিন্তু সার্থক নয়। কেননা- ক্ষমা, প্রেম, ভালোবাসা, দয়া, মায়া, বাৎসল্য এসব তো মেয়েদের ধর্ম। পুরুষদের এসব গুণ নেই। তাই পুরুষ নারীর কাছে এসব গুণ ভিক্ষে করে। তবেই পুরুষ সাধনায় বসতে পারে। তাহলেই ভাবো, তোমার গুণ সে ধার করছে তোমার মতো হবে বলে। তাহলে তুমি সিদ্ধ না হলে তার সিদ্ধি হবে কি করে। পুরুষরা অন্তরে এইসব গুণগুলিকে গ্রহণ ও তাকে নিজ আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করাই হল সাধনা। এই সাধনায় সাধকদের

মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কিন্তু তাদের কোনরূপ সাংসারিক মায়া গর্তে মুখ লুকাবার প্রচেষ্টা নেই। তারা বৌদ্ধধর্মের মতো, তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের মতো দেহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করে। অর্থাৎ বাউলদের সাধনা দেহকে কেন্দ্র করেই।

"নরদেহ নৈলে কোন তত্ত্ব নাহি জানে
সাধনের মূল এই নরদেহ গণে।।"[৩]

দেহের বাহিরে উহাদের কোনো তত্ত্বত্ববস্তু বা সাধনা নাই। যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। দেহের বাইরে বৈকুণ্ঠাদির কল্পনাকে তাহারা অনুমান বলিয়াছে বর্তমান নিজের দেহভাণ্ডে। অনুমান তাহারা মানে না। বর্তমান ছাড়া তাদের সাধনা নাই।

"ব্রহ্মাণ্ডেতে যাহা হয় ভণ্ডে তাহা আছে।
বর্তমানে দেখ ভাই আপনার কাছে।।[৪]

তাদের দেহ সাধনা প্রকৃতই মানবিক। এই যে তারা দেহের মধ্যে থেকেও দেহ এবং মনের অতীতে যাওয়ার চেষ্টা করে। অথচ তারা মায়াসৃজনের দিকে যাচ্ছে না। তারা পরবর্তী প্রজন্মের দিকে যাচ্ছে না। তাহলে একজন সঙ্গিনীর কেন প্রয়োজন হচ্ছে? এক অর্থে যে তারা একজন সহযোগী হতে পারে। দ্বিতীয়ত হতে পারে- বাউলের যারা সঙ্গী রয়েছে তারা সঙ্গিনী এই অর্থেই চায় আমার যে কামনা, বাসনা, নারীর প্রতি যে টান ও ভালোবাসা বা মায়া রচনা রহস্যকারী শক্তিই হচ্ছে নারী। সেই নারীকে সাধনার সঙ্গে যদি একত্মীভূত করা যায় তাহলে কি? তার বিপরীত বৈশিষ্ট্যটা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করবো আমারটাও জানবে দুজনকার সারকথাতেই সারগর্ব গড়ে উঠবে বাউল। এইরকম ভাবে পরম লীলাকারী সত্ত্বাও দুই দেহেই প্রচ্ছন্ন থেকে রসলীলা আস্বাদন করতেন। যথা

"আত্মরূপে কৃষ্ণ তিনি, পরতত্ত্বে রাধারাণী
গুরুতত্ত্বে প্রেম বাখানি
হয় মহাভাবের উদয়।"[৫]

তবে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়, সাধন সঙ্গিনী সম্পর্কে এক ভিন্ন মত পোষণ করেছন।

"বাউলদের নিজেদের বিবাহিতা স্ত্রী থাকিতে পারে বা অন্যের বিবাহিতা কিন্তু বিধাবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারী হতিতে পারে, কিন্তু যখন সে প্রকৃতি বলিয়া গৃহীত হবি, তখন সে একান্ত তাহারই সাধন সঙ্গিনী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার সহিত প্রেম সাধনা চালাবে। এইরূপ প্রকৃতির সহিত প্রেমকেই পরকীয়া প্রেম বলে। পরকীয়া অর্তে পরদার বা পরের নারীতে আসক্তি নয়। আসল বস্তুটি হইল, তাহাদের উভয়ের প্রেম দেহ ও মনে সম্পূর্ণ একীকরণ হইবে। সে নারী যেকান হইতে সংগৃহীত হউক, উভয়েই উভয়ের একান্ত আপনার হইবে। স্বকীয়া হউক বা এইরূপ পরকীয়াই হউক, তাহাদের একটি প্রকৃতি প্রয়োজন। সেই রাধারাণী স্বরূপকে তাহারা দেহ ও সমস্ত প্রাণ দিয়া ভজনা করিয়া সাধনা করেন।"[৬]

নর-নারীর মিলনের ফলেই মনুষ্য জন্মের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাউল সাধনা যে কি? বাউল সাধনা হচ্ছে যে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, যে পরমব্রহ্ম আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাল, মায়ার সৃষ্টি করলাম, মায়ালোক সৃজন করলাম অথচ মানুষ হিসাবে সার্থক নই। কারণটা কি? এই ব্রহ্মাণ্ডটা মিথ্যা। তারা বলছে এই বোধিও যদি আসে এই জায়গার থেকে উত্তরণ করতে হবে। আর উত্তরণ করতে গেলে আমাদেরকে দেহ এবং মনের পারে যেতে হবে। অথচ দেহ এবং মনের পারে যেচে পেলেও দেহ এবং মনকে আবিষ্ট করে যেতে হবে। কেননা গাছের ফুলটা যত সুন্দরই হোক না কেন? যত রঙ বেরঙের মধুরই হোক না কেন সেই ফুলের মূলটা কিন্তু মাটিতেই থাকে। তাহলে গাছের ফুল যত

সুন্দরই হোক-মূল রসটা, মূল শক্তিটা মাটির মূলেই আছে। ফুলের সাথে মূলের এই যে সম্পর্ক এই রকম বাউল সাধকদের দেহ এবং মনের মধ্যে দেহাতীত মনাতীত যে অনুসন্ধিৎসা জানার ইচ্ছা, এখানে দেহ ও মনের অতীতে মানে আমার দেহ এবং মন আছে। এই দেহ এবং মনের উপর পাড়ে যখন ঠবো তখন কাউকে আশ্রয় করেই উঠতে হবে। কেননা আমরা ভুঁইফোড় না। যদিও পরবর্তী সৃষ্টির জন্য নয়। তাদের দেহ এবং মনের পূর্ণতার জন্য মনে হয় সঙ্গিনীর প্রয়োজন

এই সাধনসঙ্গিনী বিষয়টি দুটো ভাগে দেখানো যেতে পারে -

(১) ভোগবাদী দৃষ্টি

(২) ত্যাগের কথা

প্রথমত ভোগবাদী দৃষ্টি : কোন পুরুষই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, নারী ছাড়া। নারীই সেইরকম। প্রতিটি নারীই স্পর্শ পেতে চায় পুরুষের। নারী ও পুরুষের এই যে এক সূত্রে গাঁথা মালার কথা বা কথামালা তাই হলো সৃষ্টি। সৃষ্টির মূল রহস্যও তাই। বাউল সৃষ্টিতত্ত্বের কতা বলে, যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলে বা সৃষ্টির রহস্য নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সুতরাং সৃষ্টি উপাদান তাতে থাকবে না এটা আবার কি করে হয়। যেহেতু কাম, পেরম, দ্বন্দ্ব সমাহারেই বাউলের সাধনা। উপনিষদের ভাবধারায় নিরাকার ব্রহ্মকে উপলব্ধির জগতে নিয়ে আসার সাধনায় দেহের ভূমিকা গৌণ কিন্তু বাউল সাধনায় দেহ মুখ্য, গৌরবান্বিত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় দেহের মুখ্য ভূমিকা ব্যাখ্যা করে ঝঁফযরৎ Kakar & John M. Ross লিখেছেন -

"in giving central place to the body in the depiction of erotic passions. Which are after all, ideas which the mind would not entertain unless it were united to the body and depended on it for survival the bhakti poets seem to intuitively recognize and affirm the truth of AudenOs assertion that our bodies cannot love. / but without one / what works of love could we do.'[7]

দেহই যদি না থাকে তবে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির আনন্দ বেদনার অনুভূতির স্থান কোথায়? এই কাম প্রেমের আন্তঃ সম্পর্ক সহজ ভাষায় ধরা পড়েছে লালন ফকিরের গানে-

"শুদ্ধ প্রেম সাধলে যারা কাম রতিকে রাখলে কোথা।
বলগো রসিক রসের মাফিক ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।।
আগে উদয় কামের রতি
রস-আগমণ তারি সাথী,
—সেই রসে হয়ে স্থিতি
খেলছে মানুষ প্রেমদাতা।।[৮]

নর-নারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে কামজ প্রেমের বিপরীতে যে নিষ্কাম প্রেমের ধারণা প্রচলিত আছে, তাকে বাউলরা বর্জন করেছেন তত্ত্ব ও বাস্তবের দিক থেকে। তাই তাদের সাধনার জন্য সাধন সঙ্গিনী দেখা যায়। তবে সৃষ্টির উপাদান থাকলেই যে তাতে ফসল ফলানো সম্ভব তাও ঠিক নয়। তাই ভোগবাদী দৃষ্টি যেমন বাউলের মধ্যে রয়েচে। দ্বিতীয়ত ত্যাগের কথা হচ্ছে যে সুদূর তীর্থে ধর্মের বাণীটাই হচ্ছে- "দুর্গম পথস্তাৎ কবয়োঃ বদন্তি।"

কবিরা বলেছেন - এই পথটা বড় কঠিন। কেননা মায়া মোহ কাটার পরে মায়া মোহ উত্তরণ করে অন্য জগতে পাড়ি দিতে গেলে বাস্তবের উর্ধ্বে উঠতে হবে। এখানে শেলির বিখ্যাত কবিতা Ode to NiGhtingle এর কথা মনে পড়ে। কবি বলেছেন - 'মাটির পৃথিবীর যন্ত্রণী, দুঃখ প্রতি মুহূর্তে আমরা পাচ্ছি।' একটা মানুষ যন্ত্রণা, দুঃখ কষ্ট অনুশোচনায় বিভিন্ন ভাবে ভুগছে। তখন কবি ব্যথিত চিত্তে বলেছেন - 'আমি যদি নাইটেঙ্গল পাখি হতাম

তাহলে প্রতি জীবনে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা আমাকে কষ্ট দিতে পারতো না। আমি সুন্দর আকাশে গান গাইতে পারতাম।' কবি এই কথাটা কেন বলেছেন- তাহলে কি কবি জীবনকে অস্বীকার করেন? কবি জীবনকে অস্বীকার করেন না, জীবনকে অতিরিক্ত ভালোবাসেন। কবি এত ভালোবাসেন জীবনকে যে তিনি যে ধরনের জীবন পছন্দ করেন বা যে জীবন পেলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেই জীবনটা তিনি পাচ্ছেন না বস্তু জীবনে। তখনই তিনি নাইটেহগল পাখির মতো উধাও হতে চলেছে। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি মাটিতে না থেকে একেবারে উপরের দিকে উঠেছে। ঠিক একই ভাবে দেহ এবং মনের এই সারতত্ত্ব কথা বাউল সাধকরা বলেছে- এগুলো অপূর্ণ, সবকিছুই ক্ষণিক, সব কিছুই মায়াবাদ। বৌদ্ধদর্শন মায়াবাদ ও শূন্যবাদ। তান্ত্রিক দেহ এবং মন নিয়েও দেহ এবং মনকে ছাড়িয়ে ওপারে চলে যাবো। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আমি তালাস করবো, সৃষ্টি রহস্যের এমন যে বস্তু জগতকে অস্বীকার করে মায়া জগতকে কাটিয়ে পর যে এই রকম একটা মোহময় অঞ্জন সৃষ্টি করতে পারে বাউল, সাধকেরা সেই পতেরই পথিক। তাদের সেই পথে যদি একজন পাথেয় না থাকে যদি, এই পথ চলতেতে চলতে এমন একজন সঙ্গিনী নারী থাকে। কেননা আমরাই তো জানি প্রত্যেক সৃষ্টিকর্তার পিছনে একজন নারীর ভূমিকা থাকে। সেই রহস্যের রহস্যাবৃত করার জন্য বোধ হয় বাউল সাধকরা একজন সঙ্গিনী রাখার প্রয়োজন বলে মনে করে। এদিক থেকে বিচার করলে সাধনমার্গে নারী পুরুষ উভয়েই উভয়ের গুরু। সাধনার তন্ত্রে নারী, সঙ্গিনীর আবশ্যিকতা ও তার কাছে সসঙ্গীর আত্মসমর্পণ বাউল পন্থার স্বীকৃত সত্য লালনের পদে আছে-

"দেখছো কে কোথায় পুরুষকে নারীর পায় ধরায় কোন নারী।[৯]

কিন্তু বাউল জগতে নারী পুরুষে সহাবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন গবেষিকা লীনা চাকী। বিকাশ চক্রবর্তীর 'বাউল জীবনের সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে সে সম্পর্কে পূর্ণ দৃষ্টান্ত রয়েছে-

"সত্যি কথা বলতে কি, বর্তমান ভজনায় শুধু নারী শরীরকে কাজে লাগানোর কথা বললে কি কোন নায়িকাকে পাওয়া যেত?—দেহ সাধনা তথা প্রেম সাধনায় আমরা দুজনে রাধাকৃষ্ণ। এই বিশ্বাসে বাউলের অনুগত হয়ে থাকে সঙ্গিনী আর এখানেই হেরে বসে থাকে নারীতন্ত্র। সঙ্গম প্রক্রিয়ায় লাভটুকু বাউলের হাতে তুলে দিয়ে কষ্টি পাথরে সাধনারপাত্র হয়ে সুখী হয়। গোঁসাই এর মুখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেয় ধূসর জীবন।"[১০]

বাউল ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করলে কখনও কী মনে হয় যে নিছক নারী সম্ভোগের বিচিত্রতর কলাকৌশল উদ্বাবনই ছিল এর মৌল উদ্দেশ্য। তবে অনেকেই লীনা চাকীর এই মতকে খণ্ডন করেছেন।

যদি তাই হয় তাহলে আমাদের মনে এই প্রশ্নও দানা বাঁধে বাউল সাধনার ক্ষেত্রে ঐ সব মহিলা বাউলরা উপেক্ষিত কেন? বাুলদের সাধন ক্রিয়ায় নারী সঙ্গের কথা থাকলেও কোথাও কখনও এ নারী বা সাধিকার নাম উল্লেখ নেই। যেমন লালন ফকিরের সাধিকার নাম উল্লেখ আমরা কোথাও দেখি না। চণ্ডীদাসের মত লালনও তাঁর সাধিকাকে অমর করে যেতে পারতেন তংার গানগুলিতে। কিন্তু তিনি তা করেননি। অনেকেই এই নারীর ভূমিকা সম্পর্কে ভিন্ন মত খাড়া করে বলেছেন তা হল- প্রবর্ত স্তরে তারা যোগাসন, বিন্দুধারণ, মন্ত্র প্রভৃতি সঙ্গ করার শিক্ষা গ্রহণ করেন। এবং সাধক অবস্থায় যুগল ভজন করেন। সিদ্ধির স্তরে উঠে গেলে তাদের আর নারীর প্রয়োজন হয় না। তাই তিনি আরও বলেন যে, নারী সিদ্ধ স্তরে পৌঁছানোর মাধ্যম মাত্র। ফলে নারীর আলাদা কোনো সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই তাদেরকে বাউল সাধিকা বলা যায় না। আসলে বাউল সম্প্রদায়ের কেউ বাউলদের সঙ্গিনী হয় না। বাউলদের যে সমস্ত সঙ্গিনী দেকা যায় তারা আসে গ্রাম বাংলার অসহায় পরিবার থেকে। যারা বেশির ভাগই বিধবা। এমন মহিলা সঙ্গিনী বিরল, যারা সঙ্গিনী হবার আগে কুমারী ছিলেন। এই রকম সাধনসঙ্গিনী নিয়ে কোনো বাউল সারাজীবন কাটায়। আবার এও দেখা যায় বাউলদের জীবনে একাধিক সাধনসঙ্গিনী? এটা কি ঠিক? এ নিয়ে বলতে গেলেবলতে হয় বাউলরা জীনে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক প্রাকৃতিক নয়-মানুষ বানানো। তাই তারা সেই মানুষ

যারা প্রায় নারী পুরুষের তথাকথিত ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে বেঁচে আছে। যদি এই কাথা বলে তাহলে অনেক বাউলদের ছেলেপিলে দেখা যায় কেন? এই প্রসঙ্গে আমরা সুধীর চক্রবর্তীর 'বাংলার বাউল ফকির' গ্রন্থতে লিয়াকতের সেই মতকে গ্রহণ করতে পারি-

"বাউল বলে একদল আখড়া আশ্রমধারী সাধু আর গায়ককে দেখা যায়, এরা কি বাউল? যারা গায়ক এদের প্রায় সকলেরই ছেলেপিলে আছে। বাউলের ছেলে হয় কি করে? সাধুদের অবশ্য ছেলেপিলে দেখা যায় না। যতদূর মনে হয় আসলে বাউল হচ্ছে একটা তত্ত্ব। মানুষ তো তত্ত্ব নয়, বাস্তব।—তাই সে অর্থে প্রকৃত বাউল বা সাধু কিছু হয় না। বাউল যারা রয়েছে তারা বাউল গায়ক মাত্র, সাধুরা এরকম সাধু। বাউল বলতে অথচ আমরা আত্মভোলা উদাসী ভাবোন্মাদ ইত্যাদি কত না বুঝি।"[১১]

বাউলদের বার বার সাধনসঙ্গিনী পরিবর্তন বা তাদের সন্তানের জনক হওয়া নিয়ে বাউল সান্নিধ্যে থাকা মানুষজন অনেকক্ষেত্রেই তা অনুমোদনের দৃষ্টিতে দেখেন না। তাদের মধ্যে অনেকেরই দাবী বারবার সঙ্গিনী বদল করলে সাধন সিদ্ধি হয় না। এক নৌকাতেই নদী পার হতে হয়। নানাজনের সাথে ঘোরার অর্থ কামের বশবর্তী হওয়া। আসক্তিতে শক্তি নষ্ট। তবে বাউলদের এই সাধনসঙ্গিনী গত্মরহণ বর্জন বা পরিবর্তন একান্ত ভাবে গুরুর অনুমতি সাপেক্ষ। দুধ আর জলের মিশ্রণ থেকে হাঁস যেমন অনায়াস দক্ষতায় দুধকে পৃথক করে নিতে পারে তেমনি ভাবেই গুরুর শিক্ষানুযায়ী কামের মধ্যে থেকে প্রেমকে নিষ্কাশন করে নিতে পারাই বাউল সাধনার মূল কথা। অর্থাৎ বাউল সাধনার ক্ষেত্রে সাধক সাধিকার সম্পর্কের উদ্‌গতি প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়ে থাকে গুরুর নির্দেশিত পথে।

পরিশেষের আগে আর একটি প্রশ্ন মনে জাগতে পারে সেটা হল সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গেবাউলদের মিলিত জীবনযাত্রাকে গৃহস্থ জীবন বলা যায় কিনা? এককথায় বলতে গেলে উত্তর - না। কারণ বাউল তত্ত্বই গড়ে উঠেছে সমাজের অনুমোদনের বাইরে। সমাজের রীতি নীতির বেড়াজালে বাউল সাধকরা আটকে থাকেনি। তবে সমাজকে অগ্রাহ্য করার অর্থ এই যে বাউলরা উচ্ছৃঙ্খল ও অমিত যৌনাচারী। প্রচলিত সমাজের বিকল্প হিসেবে তাঁরা সাধনকেন্দ্রিক নিজস্ব যে সমাজ গড়ে তুলেঠেন তাতে সাধক সাধিকার দ্বৈতজীবন বাঁধা থাকে কঠোর অনুশাসনের শৃঙ্খলে। তবুও প্রচলিত সমাজ এই সাধন সঙ্গিনীর সঙ্গে বাউলদের জীবনযাত্রারর অনুমোদন করেনি। বর্তমান সমাজেও তার ভাবধারা বদল হয়নি। তথাপি বাউলদের সঙ্গে এই সাধনসঙ্গিনীদের এখনও দেখা যায়। এছাড়া সমীক্ষায় জানা গেছে অনেক বাউলদের স্ত্রী থাকলেও সাধনসঙ্গিনী রাখে। তাই এও প্রশ্ন হতে পারে বাউলদের কাছে সাধনসঙ্গিনী ও স্ত্রী কি এক? উত্তরে বলা যায়-না। বাউলদের মুক্তি সাধনার জন্য স্ত্রীর বদলে সঙ্গিনীই উপযুক্ত। সাংসারিক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধের জন্য তাদের সাধন কার্যে বিঘ্ন ঘটতে পারে। কেননা সব স্ত্রীরা চায় স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করতে। মেয়েরা সব ছাড়তে পারে কিন্তু নিজের স্বামীকে ছাড়তে পারে না। এই যে বন্ধন বাউলদের সাধনার বিরুদ্ধ। সেই সঙ্গে এও বলা যায় স্ত্রীরা বাউল জীবনচর্যার সাথে নিজেকে মেলাতে পারে না। তাই সাধনসঙ্গিনীর ভূমিকা যে আছে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

পরিশেষে বলা যায় বাউলদের ব্যক্তিগত জীবনচর্যার সাধন পথে একজন সাধনসঙ্গিনীর যে কতটা প্রয়োজন সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই সাধন সঙ্গিনীকে নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল এখনও আছে আর থাকবেও। অথচ তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বময়ী। আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতে হয়তো সব সময় পারেন না, তবু কোথাও কোনোভবে তারা সকলেই আত্মাভিমানী। জীবনের চলার পথে কিন্তু তাদের সকলের সুরটি এক-সে সুর প্রেমের। কি করে বলি এরা সামান্য নারী, ধর্মের নামে এরা পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী। আমার চোখে তারা অসামান্য। সার্থক হোক তাদের প্রেম।

তথ্যসূত্র :

১। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ দীপান্বিতা ১৩৬৪, পৃ সংখ্যা-৪৭।

২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), বিশ্বভারতী ১৯৭৪, কলিকাতা-১৬, প্রকাশ ভাদ্র ১৩৪৮, পৃ.সংখ্যা- ৩০।

৩। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ দীপান্বিতা ১৩৬৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৭১।

৪।ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৭১।

৫।ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৮।

৬।ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯৭।

৭। বিকাশ চক্রবর্তী, বাউল জীবনের সমাজতত্ত্ব, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃষ্ঠা-১০১।

৮।ঐ, পৃষ্ঠা-১০১।

৯।ঐ, পৃষ্ঠা-৪৭।

১০।ঐ, পৃষ্ঠা-৪৭।

১১। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, বাংলার বাউল ফকির। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৩৫।

LAMAHATTA
EXCURSION
TO
2022/4/21 12:46

Bloomfield Tea Garden, West Bengal, India
26FQ+R4 Rock Garden Water Fall point, Bloomfield Tea Garden, West Bengal 734102, India
Lat 27.024338°
Long 88.237388°
22/04/22 09:18 AM
Google

মানুষের জ্ঞান ও ভাব কে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেউই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাবনী বার্ষিক সংকলন- ২০২৩ || হাজী এ.কে. খান কলেজ || হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ